ভীষ্ম ।



বেথুন কলেজের ভূতপূর্ব্ব সংস্কৃতাধ্যাপক

শরচ্চন্দ্র বিদ্যারত্ন এম্, এ,

প্রণীত ।

পঞ্চম সংস্করণ ।



প্রকাশক—শ্রীব্রজেন্দ্রমোহন দত্ত ।

ষ্টুডেন্ট্‌স্‌ লাইব্রেরী,

৬৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট্‌, কলিকাতা ।

১৩২২

মূল্য ৵০ আনা ।

প্রিণ্টার ঃ—শ্রীযোগেশচন্দ্র অধিকারী,
মেট্‌কাফ্ প্রেস,
৭৬ নং বলরাম দে ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।



ভূমিকা

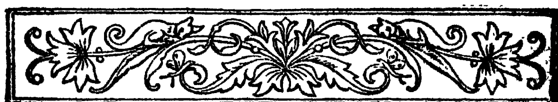
বহুদিন শিক্ষাবিভাগে অধ্যাপনাকার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়াও এ পর্য্যন্ত বাঙ্গালা ভাষায় কোন পুস্তক প্রকাশে উদ্যোগী হই নাই; কিন্তু সম্প্রতি মহামান্য ভারত-গবর্ণমেণ্ট-কর্ত্তৃক নিযুক্ত নব শিক্ষা-সমিতির (Education Committee) উপদেশ অনুসারে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ মহোদয়গণ যে নূতন আইন প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেক বিদ্যার্থীকে বি, এ, পরীক্ষা পর্য্যন্ত বাঙ্গালা ভাষা নিয়মিতভাবে অধ্যয়ন করিতে হইবে। তাঁহাদের প্রণীত এই নববিধির ফলে যে বঙ্গভাষার চর্চ্চা বিশেষরূপে বর্দ্ধিত হইবে ও উক্ত ভাষার যে যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। এতদ্ভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ মহোদয়গণ নূতন গ্রন্থকারের পুস্তকও পাঠ্যরূপে নির্ব্বাচিত করিতেছেন। এই আশায় উৎসাহিত হইয়া মাদৃশ ক্ষুদ্র ব্যক্তি এই পুস্তক প্রণয়নে অগ্রসর হইয়াছে।

পুস্তকখানি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পাঠার্থীদিগের উপযোগী করিয়া প্রণয়ন করিয়াছি এবং ইহাতে আদর্শ হিন্দুচরিত্রের গৌরব-রবি, শৌর্য্য-বীর্য্য-সম্পন্ন, জিতেন্দ্রিয়, কুরু-পিতামহ ভীষ্ম-দেবের জীবনী লিপিবদ্ধ করিয়াছি।

পরিশেষে নিবেদন এই যে, যাহাদের জন্য ইহা প্রণীত হইয়াছে, এই পুস্তক তাহাদের উপযোগী ও কল্যাণকর হইলে, চরিতার্থ হইব।

বেথুন কলেজ। শ্রীশরচ্চন্দ্র শর্ম্মণঃ





ভীষ্ম।



প্রথম পরিচ্ছেদ।

পুরাকালে ভারতবর্ষে, মহাপ্রতাপশালী কুরু নামে এক নরপতি ছিলেন। ধর্ম্মপরায়ণ, সত্যসন্ধ, মহাতপা কুরুরাজ "কুরুজাঙ্গল"-নামক যে স্থানে তপস্যা করেন, অদ্যাপি সেই পবিত্র স্থান "কুরু-ক্ষেত্র" নামে অভিহিত। সুপ্রসিদ্ধ কুরুবংশে প্রতীপ নামে পরম ধার্ম্মিক এক রাজর্ষি জন্মগ্রহণ করেন। তৎকালে তাঁহার ন্যায় সর্ব্বগুণসম্পন্ন ও সর্ব্ব-সম্পত্তির অধিকারী ভূপতি কেহই ছিলেন না।

কালক্রমে মহারাজ প্রতীপের দেবাপি, শান্তনু ও বাহ্লীক নামে তিন পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। দেবাপি শৈশবাবস্থাতেই তপশ্চরণার্থ বনপ্রয়াণ করেন। ন্যায়পরায়ণ মহারাজ প্রতীপ বৃদ্ধবয়সে সংসারাশ্রমে বীতস্পৃহ এবং বানপ্রস্থধর্ম্ম অবলম্বনে কৃতসঙ্কল্প হইয়া, দ্বিতীয় পুত্র শান্তনুকে নানাপ্রকার রাজধর্ম্মে উপদেশ প্রদানপূর্ব্বক, হস্তিনার সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া অরণ্যগমন করিলেন। শান্তনু রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, ধর্ম্মশাস্ত্রানুমোদিত সুনিয়মে রাজ্য-শাসন ও অপত্যনির্ব্বিশেষে প্রজাপালন করিতে লাগিলেন। তাঁহার সুশাসনে সমগ্র রাজ্য অপূর্ব্ব-শ্রীসম্পন্ন হইয়া উঠিল; বসুন্ধরা ধনধান্যপূর্ণা হইলেন; তস্করতা ও দস্যুবৃত্তি দেশ হইতে দূরীভূত হইল; সর্ব্বত্র সাধুতা, সম্মান ও সুখসমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। প্রজাগণ সর্ব্বদা সদাচার ও সৎকার্য্য হইতে অণুমাত্র বিচলিত না হইয়া, সমগ্র রাজ্য শান্তিময় করিয়া তুলিল। ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ রাজচক্রবর্ত্তী শান্তনু এইরূপ সুখসমৃদ্ধিপূর্ণ, শান্তি-ময় সাম্রাজ্যের অদ্বিতীয় অধিপতি হইয়া, অবহিত-

চিত্তে ধর্ম্মানুমোদিত কার্য্যকলাপের অনুষ্ঠান করিয়া পরমসুখে রাজ্যপালন করিতে লাগিলেন।

বীরাগ্রগণ্য রাজা শান্তনু অত্যন্ত মৃগয়াপ্রিয় ছিলেন। একদা তিনি মৃগয়ায় বহির্গত হইয়া, অরণ্যে প্রবেশপূর্ব্বক মৃগ, মহিষ প্রভৃতি নানাজাতীয় বন্যপশুর প্রাণসংহার করিতে করিতে পরিজনভ্রষ্ট হইয়া, একাকী সিদ্ধচারণপরিষেবিত রমণীয় ভাগীরথীতীরে উপনীত হইলেন। মৃগয়াবসানে প্রত্যাবৃত্ত হইবার সময়, তিনি সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর ন্যায় উজ্জ্বল-তনু, পরম-রমণীয়াকৃতি এক রমণীকে তরঙ্গিণীতীরে নিরীক্ষণ করিলেন। সেই কামিনীর নয়নপ্রীতি-প্রদ সুললিত কলেবর, রমণীয় দশনচ্ছদ, মনোহর বেশভূষা, পরিধেয় সূক্ষ্ম পট্টবস্ত্র, এবং পদ্মোদরসদৃশ রুচির বর্ণ নয়ন-গোচর করিয়া, রাজা বিস্মিত ও চমৎকৃত হইলেন। মহারাজ শান্তনু সতৃষ্ণনয়নে তাঁহাকে বারংবার নিরীক্ষণ করিয়াও নয়নের তৃপ্তিলাভ করিতে পারিলেন না। কিছুকাল দণ্ডায়মান থাকিয়া, তিনি উদ্ভ্রান্তচিত্তে নদীতীরে বিচরণ করিতে লাগিলেন; কিছুতেই সেই স্থান

পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্যত্র গমন করিতে সমর্থ হইলেন না। সেই রমণীও অবিতৃপ্ত-নয়নে রাজার প্রতি পুনঃ পুনঃ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন।

এইরূপে কিয়ৎক্ষণ অতীত হইলে পর, রাজা তাঁহাকে মৃদুমধুরবচনে প্রিয়সম্ভাষণপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন,—"হে কৃশাঙ্গি! দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, যক্ষ, পন্নগ ও মনুষ্য-মধ্যে তুমি কোন্ জাতিকে অলঙ্কৃত করিয়াছ? কোন্ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া উহা পবিত্র করিয়াছ? কি নিমিত্তই বা এই কুসুম-সুকুমার নবীন বয়সে এই নির্জ্জন বনভূমিতে একাকিনী ভ্রমণ করিতেছ? কোন্ সৌভাগ্যবান্ পুরুষ তোমার পাণিগ্রহণ করিয়া কৃতার্থ হইবেন? আমার বাসনা যে, আমি তোমাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিয়া আমার জীবন চরিতার্থ করি।"

সেই হৃদয়ানন্দদায়িনী, প্রিয়দর্শনা প্রমদা রাজার মৃদুমধুর সস্মিত বচন শ্রবণ করিয়া, ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন,—"মহারাজ! আমি আপনার মহিষী হইয়া, আপনার চিত্তানুবর্ত্তী করিতে অনিচ্ছুক নহি; কিন্তু আমি যে সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান করিব, তাহা

ভালই হউক, আর মন্দই হউক, তদ্বিষয়ে আমাকে নিবারণ করিতে পারিবেন না, এবং তন্নিমিত্ত আমার প্রতি কোনরূপ অপ্রিয় বাক্য প্রয়োগ করিতে পারিবেন না। যদি এইরূপ ব্যবহারে কালযাপন করিতে সম্মত হন, তাহা হইলে আমি আপনার মহিষী হইতে স্বীকৃত আছি। আমার কার্য্যে কোনরূপ বাধা কিংবা ব্যাঘাত জন্মাইলে, অথবা তন্নিমিত্ত বিরক্ত হইয়া অপ্রিয় কথা বলিলে, আমি তৎক্ষণাৎ আপনাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইব।" রাজা পরম পরিতোষ সহকারে তৎক্ষণাৎ সম্মতি জ্ঞাপন করিলে, ঐ রমণী প্রীতিস্নিগ্ধ-বচনে পুনরায় কহিলেন,—"মহারাজ! আমি সুর-সরিৎ গঙ্গা। আপনার অঙ্গীকার-বাক্যে আমি পরম প্রীতি লাভ করিয়া আপনাকে পতিত্বে বরণ করিলাম।" মহীপতিও সেই অলোকসামান্যা সুন্দরী পত্নী-লাভে যৎপরোনাস্তি প্রীত হইয়া, পূর্ব্বকৃত নিয়মানুসারে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন, এবং বিবিধ উপায়ে নিরন্তর তাঁহার সন্তোষোৎপাদনে যত্নবান্ রহিলেন। ত্রিপথগামিনী গঙ্গা রমণীয়

কলেবর ধারণপূর্ব্বক পরমসৌভাগ্যশালী ও পরমরূপবান্ মহারাজ শান্তনুর মহিষী হইয়া, তাঁহার মন মুগ্ধ করিতে লাগিলেন। কালসহকারে রাজা মহিষীর সদ্গুণে এমন আকৃষ্ট হইলেন যে, ক্ষণকালও তাঁহার অদর্শনক্লেশ সহ্য করিতে সমর্থ হইতেন না।

এইরূপে কিয়ৎকাল অতীত হইলে, রাজমহিষী ক্রমে ক্রমে অমরসদৃশ সাতটি পুত্র প্রসব করিলেন। পুত্রেরা ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র তিনি তাহাদিগকে নদীস্রোতে নিক্ষিপ্ত করিতেন। রাজা এই নিষ্ঠুর ব্যাপার দর্শন করিয়া সাতিশয় অসন্তুষ্ট হইতেন বটে, কিন্তু কি জানি, পাছে গঙ্গাদেবী তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান, এই ভয়ে ভীত হইয়া বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিতে পারিতেন না। অনন্তর যথাসময়ে অষ্টম পুত্র ভূমিষ্ঠ হইল। রাজা সপ্তপুত্রশোকে নিতান্ত কাতর ছিলেন; এবার পুত্রটি জীবিত থাকে, এই আশয়ে কঠোরস্বরে পত্নীকে কহিলেন,—"এ পুত্রটি বিনষ্ট করিও না। তুমি কে? কি নিমিত্তই বা নির্ম্মমহৃদয়ে নিজ পুত্র-

গণকে বিনষ্ট করিতেছ ? হে পুত্রঘাতিনি ! অপত্য-হিংসা অপেক্ষা গুরুতর পাপ আর কিছুই নাই। অতএব এই গর্হিত নিষ্ঠুরাচরণ হইতে বিরত হও।”

তখন মহিষী কহিলেন,—“মহারাজ ! আমি তোমার এই পুত্রটিকে বিনষ্ট করিব না। পূর্ব্বকৃত নিয়মানুসারে আমি অদ্য হইতে তোমাকে পরিত্যাগ করিলাম। আমি মহর্ষি জহ্নুর কন্যা, আমার নাম গঙ্গা। দেবকার্য্যসাধনার্থ আমি তোমার ভার্য্যা হইয়াছিলাম ; বিনষ্ট সন্তানগুলিকে সামান্য মনুষ্য জ্ঞান করিও না। মহাপ্রতাপশালী বসুগণ মহর্ষি বশিষ্ঠের শাপে মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তোমা ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি ইঁহাদের পিতা হইবার যোগ্য নহেন, এবং আমা ব্যতীত অপর কোন স্ত্রী ইঁহাদের জননী হইবার যোগ্যা নহেন। এই নিমিত্ত আমি মনুষ্যবপু ধারণ করিয়া, ইঁহাদিগকে গর্ভে ধারণ করিয়াছিলাম। তুমিও ইঁহাদের জনক হইয়া অক্ষয়-কীর্ত্তি লাভ করিয়াছ। আমি ইঁহাদের নিকট অঙ্গীকার করিয়াছিলাম যে, তোমরা আমার গর্ভে জন্মিবামাত্র আমি তোমাদিগকে

মনুষ্যলোক হইতে মুক্ত করিব। ইঁহারা মহাপ্রভাব বশিষ্ঠের শাপ হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন, আমিও প্রতিজ্ঞাসাগর উত্তীর্ণ হইয়াছি। এক্ষণে আমি স্বস্থানে প্রস্থান করিতেছি। মদ্গর্ভজাত এই পুত্রটিকে গঙ্গাদত্ত বলিয়া গ্রহণ ও পালন কর।”

গঙ্গাগর্ভজাত শান্তনুতনয় দেবব্রত রূপ, গুণ, বিনয়, আচার, বিদ্যা ও বুদ্ধিতে পিতা অপেক্ষা কোনপ্রকারে ন্যূন হইলেন না। ক্রমে তিনি যৌবনসীমায় পদার্পণ করিলেন। তাঁহার প্রশস্ত ললাট, বিশাল বক্ষঃস্থল, স্থূল স্কন্ধ, সুগঠিত আজানুলম্বিত বাহুযুগল এবং স্থূলোন্নত দেহ দেখিয়া, পৌরজানপদবর্গ সকলেই প্রীতিলাভ করিলেন। কুমার সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ও অদ্বিতীয় ধর্ম্মপরায়ণ হইয়া উঠিলেন। তাঁহার যেমন অসাধারণ বুদ্ধি ও প্রতিভা, সেইরূপ অপ্রমেয় বলবীর্য্য ও অবিচলিত অধ্যবসায় ছিল। বেদবেদাঙ্গ ও ধনুর্ব্বেদেও তিনি তদনুরূপ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। শাস্ত্রজ্ঞান, অস্ত্রবিদ্যা, সদসদ্‌বিবেক প্রভৃতি বিষয়ে তিনি পিতা

অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন ছিলেন না; তথাপি বিনয়বশতঃ সর্ব্বদা গুরুজনসমীপে বিনীতভাবে অবস্থান করিতেন।

মহারাজ শান্তনু প্রিয়পুত্র দেবব্রতকে যৌবন-সীমায় উপনীত ও মহাবলপরাক্রান্ত দেখিয়া, হৃষ্ট-চিত্তে মন্ত্রী, অমাত্যবর্গ এবং প্রধান প্রধান পৌর ও জানপদ ব্যক্তিবর্গের সমক্ষে, তাঁহাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া, তদীয় হস্তে রাজকার্য্যের অনেক ভার অর্পণ করিলেন। যুবরাজ নিজ সদ্ব্যবহার ও সৎকার্য্যদ্বারা প্রকৃতিবর্গের প্রীতিবর্দ্ধন করিতে লাগিলেন। তাঁহার আত্মসংযম, অলৌকিক পিতৃ-ভক্তি ও অসাধারণ লোকানুরাগ দেখিয়া, আত্মীয়-স্বজনেরা আহ্লাদসাগরে ভাসমান হইলেন। প্রজা-বর্গের মঙ্গলসাধনে নিরন্তর যত্নশীল থাকিয়া, তিনি বয়োবৃদ্ধদিগের প্রতি যথোচিত সম্মান, এবং সম-বয়স্ক বন্ধু ও অমাত্যপুত্রদিগের প্রতি সৌজন্য প্রকাশ করিয়া, তাঁহাদিগের প্রীতিবর্দ্ধন করিতে লাগিলেন। অরাতিকুল তাঁহার বলবিক্রমে ভীত হইল। আত্মীয়গণ তাঁহার প্রীতিময় সৌম্যভাবে

সন্তুষ্ট হইলেন। পরস্পর বিরুদ্ধভাবাপন্ন গুণ-সমূহকে তাঁহার শরীরে একাধারে সমাবেশিত দেখিয়া, প্রজাবর্গ বিস্মিত হইলেন। শান্তনু সর্ব্বত্র সকল লোকের মুখে পুত্রের প্রশংসাবাদ শ্রবণে অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলেন। উদারচেতা দেবব্রত বিপন্ন ব্যক্তিকে বিপদ্ হইতে উদ্ধার এবং আর্ত্ত ব্যক্তিকে সহায়তা করিতে পারিলে, মনে মনে অত্যন্ত আহ্লাদ অনুভব করিতেন।

এইরূপে চারি বৎসর পরম সুখে অতি-বাহিত হইল। একদা রাজা যদৃচ্ছাক্রমে প্রসন্ন-পুণ্যসলিলা কালিন্দীতটস্থিত অটবীমধ্যে প্রবেশ করিয়া, শীতল জলকণবাহী, পরমস্নিগ্ধ বায়ু সেবন করিতে করিতে, সহসা অননুভূতপূর্ব্ব, চিত্তাকর্ষণ-কারী এক অপূর্ব্ব সৌরভ আঘ্রাণ করিলেন। সেই পরম মনোহর সৌরভ আঘ্রাণ করিয়া, রাজা ক্ষণকাল উদ্ভ্রান্তচিত্তে দণ্ডায়মান রহিলেন। অনন্তর কোথা হইতে সেই সুরভি গন্ধ সঞ্চালিত হইয়া কাননভূমিকে আমোদিত করিয়া তুলিয়াছে, তাহা জানিবার নিমিত্ত ইতস্ততঃ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে

অসিতলোচনা, পরমরূপলাবণ্যসম্পন্না, দিব্যাঙ্গনার ন্যায় এক রমণীরত্ন তাঁহার নয়নগোচর হইল। নরপতি তাঁহার সমীপস্থ হইয়া বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহারই শরীর-নিঃসৃত গন্ধ ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হইয়া কাননভূমিকে আমোদিত করিয়া তুলিয়াছে।

ক্ষণকাল নির্নিমেষলোচনে তদীয় রূপরাশি সন্দর্শনে পরম কৌতূহলী হইয়া, রাজা তাহার সম্মুখে অগ্রসর হইলেন এবং মধুরবচনে তাহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—"অয়ি শোভনে! তুমি কে? কাহার পত্নী! কি নিমিত্তই বা এই বিজন বনভূমিতে একাকিনী ভ্রমণ করিতেছ?"

কন্যা বিনয়নম্রবচনে ধীরে ধীরে প্রত্যুত্তর করিল, —"মহাশয়! আমি ধীবর-রাজকন্যা; পিতার আদেশে যমুনাতে নৌকা পরিচালন করি এবং আতর গ্রহণ না করিয়া লোকদিগকে নদীপার করিয়া দিয়া থাকি।"

মহারাজ শান্তনু ধীবরকন্যার তথাবিধ অনুপমরূপমাধুরী সন্দর্শনে এবং অঙ্গসৌরভ আঘ্রাণে মুগ্ধ হইয়া, দাশরাজের নিকট গমন পূর্ব্বক, পুত্রান্তর-লাভ-

কামনায় ঐ রূপবতীকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন।

ধীবররাজ সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান করিয়া পাদ্যার্ঘ্য প্রদানপূর্ব্বক রাজাকে উপবেশন করাইয়া বিনীত-ভাবে বলিলেন,—"প্রজানাথ! যখন কন্যা জন্ম-গ্রহণ করিয়াছে, অবশ্যই তাহাকে পাত্রসাৎ করিতে হইবে। আপনি ভুবনবিখ্যাত পবিত্র কুরুকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন; আপনি সর্ব্বশাস্ত্র-বিশারদ, সত্যবাদী এবং বিশাল সাম্রাজের একমাত্র অধীশ্বর; আপনার যেমন সুন্দর ও সৌম্য আকৃতি, সেইরূপ অসাধারণ তেজস্বিতা ও প্রভুত্ব। শাস্ত্রে বলে,—'গুণহীন বরে কদাপি কন্যাদান করিবে না।' আপনি সর্ব্বগুণাধার, এবং কন্যাদানের উপযুক্ত সৎপাত্র। যদি আপনি আমার কন্যাকে ধর্ম্ম-পত্নীরূপে গ্রহণ করেন, তাহা হইলে আপনাকে আমার একটি অভিলাষ পূর্ণ করিতে স্বীকৃত হইতে হইবে।" ইহা শুনিয়া শান্তনু কহিলেন,—"হে ধীবররাজ! তোমার প্রার্থনা অগ্রে শ্রবণ না করিয়া কিরূপে উহা পূর্ণ করিতে সম্মত হইতে পারি?

যদি অভিলষিত বস্তু দানযোগ্য হয়, এবং তাহাতে কোন বাধা না থাকে, তাহা হইলে, নিশ্চয়ই উহা দান করিব।"

এই কথা শ্রবণ করিয়া দাশরাজ কহিলেন,—"মহারাজ! এই কন্যার গর্ভে যে পুত্র জন্মিবে, আপনার অবর্ত্তমানে সেই পুত্রই রাজা হইবে, অন্য কেহ সিংহাসনে অধিরূঢ় হইতে পারিবে না—ইহাই আমার অভিলাষ।"

ধীবররাজের এই অভিলাষ শ্রবণ করিয়া মহারাজ শান্তনু মনে মনে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইলেন, এবং ধীবরকন্যা সত্যবতীর প্রতি একান্ত আসক্ত হইয়াও, ধীবরের প্রার্থিত বিষয় প্রদানে সম্মত হইতে পারিলেন না। পৌর ও জানপদবর্গ যাঁহার শাস্ত্রজ্ঞান, বিনীতভাব, সাধু-কর্ম্মানুষ্ঠান ও বীরত্বের একবাক্যে প্রশংসা করেন, সেই সর্ব্বজনপ্রিয়, প্রাণাধিক প্রিয়তম পুত্রকে তিনি রাজ্যাধিকার হইতে কিছুতেই বঞ্চিত করিতে সম্মত হইতে পারিলেন না। অনন্তর তিনি ধীবররাজ-কন্যার অনুপম রূপলাবণ্য মনে মনে চিন্তা করিতে করিতে একান্ত ক্ষুণ্ণচিত্তে হস্তিনাপুরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

গঙ্গাদেবী তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবার পর মহারাজ শান্তনু দারান্তরপরিগ্রহ করেন নাই। সুতরাং সত্যসন্ধ দেবব্রত ব্যতীত তাঁহার আর দ্বিতীয় পুত্র ছিল না। যদি দৈবদুর্ঘটনাবশতঃ দেবব্রতের কোন অনিষ্টসঙ্ঘটন হয়, তাহা হইলে কুলস্থিতির আর কোন সম্ভাবনা নাই বুঝিয়াই তিনি ভার্য্যান্তরগ্রহণে সমুৎসুক হইয়াছিলেন। দাশরাজের কথা তাঁহার সঙ্কল্পসিদ্ধির বিঘ্নজনক মনে করিয়া, তিনি রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিয়া, অতিশয় উদ্বিগ্নচিত্তে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। তিনি পূর্ব্বের ন্যায় রাজকার্য্যে আর মনোনিবেশ করিতে পারিতেন না। তাঁহার চিত্তের প্রফুল্লতা একেবারে অন্তর্হিত হইল। দুর্বিবষহ চিন্তানলে তাঁহার অন্তরাত্মা দগ্ধ হইতে লাগিল। তিনি কাহারও সহিত আলাপ করিতে বিরক্তি বোধ করিতেন। ক্রমে ক্রমে তাঁহার শরীর কৃশ, নয়নযুগল নিষ্প্রভ ও মুখ মলিন হইতে লাগিল।

কিছুকাল পরে একদিন দেবব্রত পিতার নিকটে উপস্থিত হইয়া, তাঁহাকে বিষণ্ণ ও চিন্তাকুল দেখিয়া, বিনীতভাবে তদীয় চরণযুগল বন্দনা

করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে জিজ্ঞাসা করিলেন,—তাত! আপনার রাজ্যে চিরশান্তি বিরাজিত, সমুদায় রাষ্ট্রমণ্ডল আপনার আজ্ঞাধীন, প্রজাগণ সুখ-সমৃদ্ধিতে বাস করিতেছেন, কোনরূপ শত্রুভয় দেখিতেছি না। তথাপি কি নিমিত্ত নিরন্তর আপনাকে চিন্তাকুল ও বিষণ্ণ দেখিতেছি? আপনি সর্ব্বদাই যেন শূন্যহৃদয়ে রহিয়াছেন ; পুত্র বলিয়া পূর্ব্বের ন্যায় আমাকে সাদরসম্ভাষণ করেন না; অশ্বারোহণে, মৃগয়া প্রভৃতিতে আর কোনরূপ ইচ্ছা নাই; দিন দিন কেবল মলিন ও পাণ্ডুবর্ণ হইতেছেন। আপনার এমন কি রোগ হইয়াছে, যাহা দ্বারা আপনার এইরূপ অবস্থান্তর ঘটিয়াছে? অনুমতি করুন, আমি তাহার প্রতিবিধানের ব্যবস্থা করিতেছি।”

পুত্রের আগ্রহাতিশয় দর্শনে রাজা তাঁহাকে ক্রোড়ে উপবেশন করাইয়া ধীরে ধীরে কহিলেন,—“বৎস! তুমিই আমাদের বংশে একমাত্র পুত্র, তোমার উপর বংশস্থিতি নির্ভর করিতেছে। তুমি অস্ত্রশস্ত্রে সুশিক্ষিত ও পুরুষকারবিশিষ্ট হইয়াছ।

কিন্তু বৎস! জগতে সকল বস্তুই বিনশ্বর। যদি কোন কারণবশতঃ তোমার কোনরূপ অনিষ্টসংঘটন হয়, তাহা হইলে আমাদের কুল একেবারে নির্ম্মূল হইবে সন্দেহ নাই। পূর্ব্বপুরুষদিগকে তোয়াঞ্জলি প্রদান করিবার আর কোন সম্ভাবনা থাকিবে না। তুমি শতপুত্র অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ; শাস্ত্রে এইরূপ কথিত আছে, যাহার এক পুত্র, সে অপুত্রকের মধ্যে পরিগণিত। তুমি যেরূপ যুদ্ধবিগ্রহে অনুরক্ত, তাহাতে যদি দৈবদুর্ঘটনাবশতঃ তোমার কোনরূপ অমঙ্গল ঘটে, তাহা হইলে, এই লোকবিশ্রুত কুরু-কুলের কে আর অবলম্বন থাকিবে? তোমার অনিষ্টশান্তির নিমিত্ত আমি নিরন্তর ঈশ্বরসমীপে প্রার্থনা করিতেছি, তিনি তোমার মঙ্গলবিধান করুন। তুমি মহাবল-পরাক্রান্ত, সর্ব্বশাস্ত্র-পারদর্শী ও ধনুর্ব্বেদ-বিশারদ। রণক্ষেত্রে তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী নাই। তথাপি আমি তোমার নিমিত্ত যৎপরোনাস্তি সংশয়ারূঢ় হইয়াছি; অন্তঃকরণ কিছুতেই সুস্থির হইতেছে না এবং দিন দিন শরীর ও মন অবসন্ন হইয়া পড়িতেছে।”

মহানুভব দেবব্রত পিতার বিষাদের কারণ সবিশেষ অবগত হইয়া, ক্ষণকাল স্তিমিতনয়নে চিন্তা করিতে লাগিলেন। অবশেষে পিতার পরম-হিতৈষী এক বৃদ্ধ সচিবের নিকটে গমন করিয়া রাজার শোকবৃত্তান্ত বর্ণনা করিলেন। মন্ত্রিপ্রবর কৌরবশ্রেষ্ঠ দেবব্রতকে উৎকণ্ঠিত দেখিয়া, তাঁহাকে কহিলেন,—"যুবরাজ! আপনি মহারাজের একমাত্র পুত্র; তাঁহার ইচ্ছা এই যে, এই বংশে আরও দুই একটি সন্তান হয়; এইজন্য তিনি দারান্তরপরিগ্রহের ইচ্ছা করিয়াছেন।" এই বলিয়া ধীবরকুমারীর বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত তৎসমীপে বর্ণনা করিলেন। আরও বলিলেন যে, কেবল আপনারই জন্য তিনি এই ব্যাপারে ক্ষান্ত রহিয়াছেন।

পিতৃভক্ত দেবব্রত বিশ্বস্ত মন্ত্রীর নিকট এই সমস্ত ব্যাপার অবগত হইয়া, পিতার অভীষ্ট-সিদ্ধিবিষয়ে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তিনি জানিতেন যে, পিতাই পুত্রের পরম দেবতা, পিতাকে সন্তুষ্ট করিলেই পুত্রের যথার্থ কার্য্য করা হইল। তিনি কাল-বিলম্ব না করিয়া, কয়েকজন বিশ্বস্ত মন্ত্রি-

সমভিব্যাহারে ধীবররাজসমীপে গমন করিয়া, পিতার নিমিত্ত স্বয়ং তদীয় কন্যা প্রার্থনা করিলেন।

দাশরাজ কুমার দেবব্রতকে যথোচিত সম্মান-প্রদর্শনপূর্ব্বক বসিতে আসন প্রদান করিলেন। তিনি আসনে উপবিষ্ট হইলে, ধীবররাজ কহিলেন,—"হে ভরতকুলর্ষভ! আপনি মহারাজ শান্তনুর কুলপ্রদীপ। ভবাদৃশ সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, পিতৃভক্ত পুত্র দৃষ্টিগোচর হয় না। আপনিই বিবেচনা করিয়া দেখুন, ঈদৃশ শ্লাঘ্য সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিলে, কোন্ ব্যক্তি অনুতাপগ্রস্ত না হয়? মহর্ষি পরাশর সত্যবতীর পাণিগ্রহণে একান্ত উৎসুক ছিলেন, কিন্তু আমি সেই অসিতাঙ্গ মুনিকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছি। আমি কন্যার পিতা, আমার একটি বক্তব্য আছে, তাহা আপনাকে জ্ঞাপন করিতেছি, শ্রবণ করুন। এই পরিণয়কার্য্য সম্পন্ন হইলে, আপনার সহিত শত্রুতা ঘটিবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে। আপনি যেরূপ বলবীর্য্যসম্পন্ন, তাহাতে আপনার সহিত শত্রুতা ঘটিলে কি সুর, কি অসুর, কি গন্ধর্ব্ব, সে যত বীরই হউক না কেন, সমস্ত শত্রুগণই

অচিরকালমধ্যে বিনষ্ট হইবে, সন্দেহ নাই। হে রাজকুমার! কেবল এই একটিমাত্র বাধা দৃষ্ট হইতেছে; নতুবা এ বিষয়ে অপর কোন বাধা নাই।”

পিতৃভক্ত গাঙ্গেয় ধীবররাজের বাক্য শ্রবণ করিয়া, কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না, এবং তাঁহার কোনরূপ চিত্তবৈকল্য ঘটিল না। তাঁহার পিতৃ-ভক্তি অটল। তাঁহার চিত্ত হইতে স্বার্থচিন্তা ও বিষয়ভোগবাসনা দূরীভূত হইল। তিনি স্বার্থ-ত্যাগের অভূতপূর্ব্ব পরিচয় দিতে প্রস্তুত হইয়া দাশরাজকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—“হে সৌম্য! আমার সত্যব্রত শ্রবণ কর,—আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, তুমি যাহা বলিবে, আমি আহ্লাদ-সহকারে সেইরূপ কার্য্যই করিব। যিনি তোমার কন্যার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিবেন, তিনিই হস্তিনার সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়া, আমাদের রাজা হইবেন এবং আমিও তাঁহাকে বিস্তৃত কুরু-রাজ্যের অধিপতি বলিয়া স্বীকার করিব। এই প্রতিজ্ঞার অণুমাত্র ব্যতিক্রম ঘটিবে না। এক্ষণে

তোমার অপর কোন আপত্তি আছে কি না, প্রকাশ করিয়া আমার উৎকণ্ঠা দূর কর।”

ধীবররাজ কহিলেন,—“মহাশয়! আপনি রাজ্যের হিতার্থে অতিশয় দুষ্কর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। আপনি পিতৃপক্ষের কর্ত্তা হইয়া আমার নিকট কন্যার প্রার্থনা করিতে আসিয়াছেন। আমার একান্ত ইচ্ছা যে, আপনি কন্যাপক্ষেরও কর্ত্তৃত্ব গ্রহণ করেন। ইহার দানবিষয়েও আপনাকে সম্পূর্ণ অধিকার প্রদত্ত হইল। কিন্তু আমার আর একটি কথা আছে। আপনাকে তদনুরূপ কার্য্য করিতে হইবে। আপনার নিকট পুনরায় ঈদৃশ প্রস্তাব করাতে আমার নিতান্ত বালকত্ব প্রকাশ পাইবে বটে, তথাপি সন্দিহান হইয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি। আপনি সত্যবতীর জন্য যেরূপ প্রতিজ্ঞাপাশে বদ্ধ হইলেন, তাহা আপনার অননুরূপ নহে, এবং উহা আপনার মহৎ চরিত্রের যোগ্যই হইয়াছে। আপনার প্রতিজ্ঞা যে মিথ্যা হইবে না, তদ্বিষয়ে আমি অণুমাত্র সন্দেহ করি না; কিন্তু যিনি আপনার পুত্র হইবেন, তাঁহার প্রতি আমি বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিতেছি না।”

পিতার প্রিয়চিকীর্ষু, মনস্বী, সত্যব্রত দেবব্রত ধীবর-রাজের অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া, গম্ভীরস্বরে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—"হে দাশরাজ! আমি ইতিপূর্ব্বেই সাম্রাজ্য পরিত্যাগ করিয়াছি; এক্ষণে প্রতিজ্ঞা করিতেছি, অদ্যাবধি ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিব। আমি অপুত্রক হইলেও আমার অক্ষয় স্বর্গলাভ হইবে। কারণ, শাস্ত্রে কথিত আছে,—

'পিতা ধর্ম্মঃ পিতা স্বর্গঃ পিতা হি পরমং তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ॥'

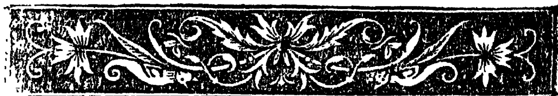
'পিতাই ধর্ম্ম, পিতাই স্বর্গ, পিতাই পরম তপস্যা; পিতা প্রীতিপ্রাপ্ত হইলে সমস্ত দেবতা প্রীত হন।' যদি সূর্য্যদেব পশ্চিমে উদিত হন, যদি অগ্নি উত্তাপশূন্য হয়, যদি সমগ্র বিশ্ব প্রলয়পয়োধিজলে নিমগ্ন হয়, যদি মুহূর্ত্তমধ্যে সৃষ্টি বিনষ্ট হয়, তথাপি আমি প্রতিজ্ঞা-পালন-ব্রত হইতে অণুমাত্র বিচলিত হইব না।"

দেবব্রতের এই সর্ব্বজনবিস্ময়কর, অদ্ভুত প্রতিজ্ঞা শ্রবণ করিয়া, দেবতা ও অপ্সরোগণ অন্তরীক্ষ হইতে দেবব্রতের মস্তকোপরি পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন; এবং তাঁহার ভীষণ প্রতিজ্ঞার নিমিত্ত

তাঁহাকে "ভীষ্ম" বলিয়া সম্বোধন কারলেন। যুবরাজ দেবব্রত তদবধি "ভীষ্ম" নামে প্রসিদ্ধ হইলেন।

দাশরাজ ভীষ্মের তথাবিধ প্রতিজ্ঞা শ্রবণে হর্ষ-পুলকিত হইয়া কহিলেন,—"মহাত্মন্! আমি আপনকার পিতাকেই কন্যা দান করিলাম।" অনন্তর পিতৃভক্ত ভীষ্ম সত্যবতীকে কহিলেন,—"মাতঃ! রথে আরোহণ করুন, আমরা গৃহে গমন করি।"

অনন্তর দেবব্রত সত্যবতী-সমভিব্যাহারে রথারোহণপূর্ব্বক রাজধানী হস্তিনাপুরে আগমন করিলেন এবং পিতৃসমীপে উপস্থিত হইয়া, তদীয় চরণবন্দনাপূর্ব্বক বিনীতভাবে কৃতাঞ্জলিপুটে সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। রাজগণ সমবেত ও পৃথক্ পৃথক্ হইয়া, মুক্তকণ্ঠে তাঁহার এই দুরূহ কার্য্যের জন্য ভূরি ভূরি প্রশংসা করিতে লাগিলেন এবং তাঁহাকে "ভীষ্ম" বলিয়া সম্বোধন করিতে লাগিলেন। রাজা শান্তনু ভীষ্মের অসাধারণ ক্ষমতা ও কৃচ্ছ্রসাধ্য ব্যাপারে দৃঢ়তর অধ্যবসায় দর্শনে সাতিশয় আনন্দিত হইয়া, তাঁহাকে এই বর দিলেন যে, স্বেচ্ছা-ব্যতিরেকে তোমার মৃত্যু হইবে না।



দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

রাজা শান্তনু সেই পরমরূপলাবণ্যবতী সত্যবতীকে পত্নীরূপে প্রাপ্ত হইয়া, পরমসুখে দিনপাত করিতে লাগিলেন। পিতৃভক্ত পুত্রের অদ্ভুতকার্য্য দ্বারা তাঁহার মনোবেদনা দূরীভূত হইল। সত্যব্রত ভীষ্ম সমভাবে পিতা ও মাতা উভয়ের শুশ্রূষা ও সন্তুষ্টিসাধনে নিয়ত নিযুক্ত রহিলেন। সত্যবতী ভীষ্মের সদ্ব্যবহারে সন্তুষ্ট হইয়া, পরমসুখে রাজসংসারে অবস্থিতি করিয়া, রাজার প্রীতিসম্পাদনে যত্নবতী হইলেন। এইরূপে পরমসুখে দিন অতিবাহিত হইতে লাগিল।

কিছুদিন পরে, মহিষী সত্যবতী পরমরূপবান্ এক পুত্র প্রসব করিলেন। প্রজাবর্গ রাজকুমারের জন্মসংবাদে আহ্লাদসাগরে মগ্ন হইয়া, নানারূপ উৎসবের অনুষ্ঠান করিতে লাগিল। নবকুমারের মুখদর্শন করিয়া রাজা আহ্লাদিত হইলেন এবং তাহার জাতকর্ম্মাদি সম্পন্ন করিয়া "চিত্রাঙ্গদ" নাম রাখিলেন। মহামতি ভীষ্ম চিত্রাঙ্গদের শিক্ষার ভারগ্রহণ করিয়া, তাঁহাকে নানাশাস্ত্রে, রাজকার্য্যে ও ধনুর্বিদ্যায় শিক্ষাপ্রদান করিতে লাগিলেন।

অসাধারণধীশক্তিসম্পন্ন চিত্রাঙ্গদ অচিরকাল-মধ্যে সর্ব্ববিদ্যাপারদর্শী হইয়া উঠিলেন। পুত্রকে কৃতবিদ্য দেখিয়া, পিতার আহ্লাদের সীমা রহিল না। কিছুকাল অতীত হইলে, "বিচিত্রবীর্য্য" নামে রাজার আর একটি পুত্র জন্মিল। বিচিত্রবীর্য্যের শৈশবাবস্থাতেই মহারাজ শান্তনু মানবলীলা-সংবরণ করিলেন।

পিতার স্বর্গারোহণে পিতৃভক্ত ভীষ্ম শোকে একান্ত অভিভূত হইলেন। পিতৃসেবাই তাঁহার জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য ও অবলম্বন ছিল; তাঁহার

হৃদয়ও পিতৃভক্তিপূর্ণ ছিল। পিতৃসেবা, পিতার প্রিয়কার্য্যসাধন, পিতার সন্তুষ্টিসম্পাদন করিতে পারিলেই তিনি আপনাকে চরিতার্থ মনে করিতেন। পিতার লোকান্তরপ্রাপ্তিতে ত্রিভুবন তাঁহার নিকট শূন্য ও সুখরহিত বলিয়া প্রতীয়মান হইতে লাগিল। মহামনা ভীষ্ম পিতৃশোকে এইরূপ কাতর হইলেও নিজ কর্ত্তব্যপথ হইতে কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না। তিনি শোকাবেগ সংবরণপূর্ব্বক যথাবিধি পিতার ঔর্দ্ধদৈহিক ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন।

শান্তনু স্বর্গারোহণ করিলে, মহামনা ভীষ্ম সত্যবতীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"মাতঃ! কুমার চিত্রাঙ্গদ নানাবিধ শাস্ত্র ও ধনুর্ব্বেদে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছে, তাহাকে এক্ষণে রাজ্যাভিষিক্ত করিলে, প্রজাবর্গ সকলেই সুখী হইবে।" এই কথা শ্রবণ করিয়া সত্যবতী উহাতে অনুমোদন করিলে, ভীষ্ম শুভদিনে মন্ত্রী, অমাত্যবর্গ ও প্রজামণ্ডলীর সম্মুখে তাঁহাকে হস্তিনার সিংহাসনে অধিরোহণ করাইলেন এবং নানা সদুপদেশ প্রদানপূর্ব্বক অপ্রমত্তচিত্তে রাজ্যশাসন

ও অপত্যনির্ব্বিশেষে প্রজাপালন করিতে বলিলেন। অমিতবিক্রম চিত্রাঙ্গদ রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, শত্রুদিগের পরাজয়সাধনে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তিনি শৌর্য্যে ও বীর্য্যে কাহাকেও নিজের সমকক্ষ মনে করিতেন না। চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী ভূপতিগণ একে একে তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিলেন। একদা চিত্ররথ নামে প্রবল-পরাক্রান্ত এক গন্ধর্ব্বরাজ সৈন্যসামন্ত-সমভিব্যাহারে সগর্ব্বে চিত্রাঙ্গদকে সমরে আহ্বান করেন। প্রসিদ্ধ কুরুক্ষেত্রে পুণ্যতোয়া সরস্বতীতীরে ক্রমাগত তিন বৎসর ব্যাপিয়া উভয় পক্ষের ঘোরতর সংগ্রাম হয়। অবিশ্রান্ত অস্ত্র-বর্ষণে, কখন বা পরস্পর গাত্রবিমর্দ্দে রণস্থল তুমুল হইয়া উঠিল। মায়াবী গন্ধর্ব্ব মায়াবলে চিত্রাঙ্গদের প্রাণসংহার করিয়া স্বর্গমার্গে প্রস্থান করিলেন।

সেই অমিততেজা নরেন্দ্র যুদ্ধে নিহত হইলে, মহামতি ভীষ্ম নিরতিশয় দুঃখিত হইলেন। যথাবিধি প্রেতকৃত্য সম্পাদন করাইয়া, তিনি মাতার অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক অপ্রাপ্তবয়স্ক বিচিত্রবীর্য্যকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। বিচিত্রবীর্য্য পৈতৃক সিংহাসনে

অধিরূঢ় হইয়া ধর্ম্মশাস্ত্রকুশল ভীষ্মের প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শনপূর্ব্বক তাঁহার আদেশানুসারে রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতে লাগিলেন। ভীষ্মও অনন্যকর্ম্মা ও অনন্যমনা হইয়া তাঁহার শিক্ষাপ্রদানে ও প্রতিপালনে মনোনিবেশ করিলেন। অচিরকালমধ্যেই বিচিত্রবীর্য্য রাজকার্য্যে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়া সর্ব্বজনপ্রিয় হইয়া উঠিলেন।

বিচিত্রবীর্য্য বাল্যাবস্থা অতিক্রম করিয়া যৌবনসীমায় পদার্পণ করিলে, মহাত্মা ভীষ্ম তাঁহার বিবাহ দিবার মানস করিলেন। এই সময়ে কাশীরাজের তিন কন্যা স্বয়ংবরা হইবেন, এই কথা ভীষ্মের শ্রুতিগোচর হইল। কাশীরাজ বংশমর্য্যাদায় কুরুকুলের যোগ্য ছিলেন এবং কন্যাগণও পরম রূপলাবণ্যসম্পন্না ছিলেন। এই সমস্ত অনুধাবন করিয়া, ভীষ্ম ঐ তিন কন্যার সহিত বিচিত্রবীর্য্যের বিবাহ দিবার সঙ্কল্প করিলেন। তিনি মাতার অনুমতি লইয়া সৈন্যসামন্ত সমভিব্যাহারে রথারোহণপূর্ব্বক বারাণসী যাত্রা করিলেন। নির্দ্দিষ্ট দিনে স্বয়ংবরসভায় সমাগত হইয়া দেখিলেন,

বিবাহার্থী নরপতিগণ বরবেশে সুসজ্জিত হইয়া, নানাবিধ উজ্জ্বলরত্নখচিত সিংহাসনে উপবিষ্ট রহিয়াছেন। অপূর্ব্ব সভামণ্ডপে পুনঃ পুনঃ দুন্দুভি-রব ও মাঙ্গলিক শঙ্খধ্বনি হইতেছে। অগুরু-চন্দন, ধূপ ও অন্যান্য সুগন্ধি দ্রব্যে চতুর্দ্দিক্ আমোদিত হইয়াছে। স্থানান্তরে রাজকন্যাগণ স্বয়ংবরোচিত বহুমূল্যরত্নখচিত উজ্জ্বলবেশভূষায় সজ্জিত হইয়া, আসন পরিগ্রহ করিয়া উপবিষ্টা আছেন। পার্শ্বে পরিচারিকাগণ শ্বেত চামর ব্যজন করিতেছে এবং সখীগণ মাল্যচন্দন-হস্তে দণ্ডায়মান রহিয়াছে।

বন্দিগণ স্তুতিবাদপাঠানন্তর সমবেত রাজগণের বংশ, নাম ও গুণ কীর্ত্তন করিলে পর, ভীষ্ম সভামণ্ডপে দণ্ডায়মান হইয়া, জলদগম্ভীরস্বরে কহিতে লাগিলেন,—"আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, চিরদিন কৌমারব্রত পালন করিব, কদাপি দারপরিগ্রহ করিব না; আমি স্বয়ং এই রাজকন্যাদিগের পাণিগ্রহণার্থী হইয়া, এই স্বয়ংবরসভায় উপস্থিত হই নাই; আমার ভ্রাতা বিচিত্রবীর্য্য সুবিশাল কুরু-

রাজ্যের অধিপতি; তিনি এক্ষণে যৌবনসীমায় পদার্পণ করিয়াছেন, সেই রূপগুণসম্পন্ন, অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি কুরুরাজের সহিত এই গুণবতী কন্যাদিগের বিবাহ দিতে অভিলাষ করিয়া, আমি এই স্থানে উপস্থিত হইয়াছি।" অনন্তর তিনি মহীপালগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—"হে মহীপালগণ! শ্রবণ করুণ,—কেহ কেহ কন্যাকে বিচিত্র বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিত করিয়া, ধনদানপূর্ব্বক গুণবান্ পাত্রে সমর্পণ করেন; কেহ কেহ গোমিথুন প্রদান করিয়া কন্যাকে পাত্রসাৎ করেন; কেহ বা প্রতিজ্ঞাত ধনদানপুরঃসর কন্যাদান করেন; কেহ বলপূর্ব্বক বিবাহ করিয়া থাকেন; কেহ বা প্রণয়-সম্ভাষণে রমণীর মনোরঞ্জন করিয়া, তদীয় পাণি-পীড়ন করেন, কেহ বা প্রমত্তা নারীর পাণিগ্রহণ করেন; কেহ বা আর্য্যবিধির অনুসরণে দারপরিগ্রহ করিয়া থাকেন; কেহ বা কন্যার পিতামাতাকে বিপুল অর্থ প্রদান করিয়া বিবাহ করেন। ধর্ম্ম-শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতেরা এই অষ্টবিধ বিবাহবিধি নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ক্ষত্রিয়-সমাজে স্বয়ংবরও উত্তম

বিবাহমধ্যে পরিগণিত। রাজারা স্বয়ংবরবিধিরই অধিক প্রশংসা করিয়া থাকেন। পরাক্রম-প্রদর্শন-পূর্ব্বক অপহৃতা কন্যার পাণিগ্রহীতাকে ধর্ম্মবাদীরা ভূয়সী প্রশংসা করেন। অতএব আমি বলপূর্ব্বক ইহাদিগকে হরণ করিতেছি, আপনারা যুদ্ধে কিংবা অন্য যে কোন উপায়ে ইহাদিগের উদ্ধারসাধনে চেষ্টা করুন, আমি যুদ্ধার্থে প্রস্তুত আছি।"

মহাবল ভীষ্ম এই কথা বলিয়া, সেই কন্যাদিগকে গ্রহণপূর্ব্বক স্বকীয় রথে আরোহণ করিয়া প্রস্থান করিলেন।

এই অভাবনীয় ব্যাপার দর্শনে সভামধ্যে এক তুমুল কোলাহল উপস্থিত হইল। ভূপালগণ কোপে কম্পান্বিত-কলেবর হইয়া, দশন-নিপীড়নপূর্ব্বক দন্তপ্রকাশ করিতে লাগিলেন। সকলে ব্যস্ত হইয়া, সত্বর নিজ নিজ অলঙ্কার উন্মোচন ও কবচধারণ করাতে স্বয়ংবরসভা ঘোরতর সমাকুল হইয়া উঠিল। বর্ম্ম ও আভরণ সকল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হওয়াতে, বোধ হইতে লাগিল, যেন অন্তরীক্ষ হইতে তারকা-সকল ভূতলে পতিত হইতেছে। প্রবলপরাক্রান্ত

বীরপুরুষেরা নানাপ্রকার অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জীভূত হইয়া, রোষকষায়িত ও ভ্রূকুটীকুটিলনয়নে ক্ষিপ্রজব-ঘোটকসংযুক্ত, সূত-সুরক্ষিত রথে আরোহণপূর্ব্বক আয়ুধ সকল উত্তোলন করিয়া, শান্তনবের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। কিন্তু তাঁহারা সকলেই একে একে পরাজিত হইলেন; কেহই অমিততেজা ভীষ্মের পরাক্রম সহ্য করিতে পারিলেন না। সেই সমরসাগরের ভীষণতা দর্শনে গাত্র রোমাঞ্চিত হইতে লাগিল। বিপক্ষেরা যুগপৎ সহস্র সহস্র বাণ তাঁহার প্রতি নিক্ষেপ করিতে লাগিল; কিন্তু ভীষ্ম প্রচণ্ডশরবর্ষণ দ্বারা অবলীলা-ক্রমে সেই সমস্ত শরজাল মধ্যস্থলেই নিবারিত করিলেন। যেমন বর্ষাকালে জলদমালা পর্ব্বতোপরি মুষলধারে বারিবর্ষণ করে, তদ্রূপ বিপক্ষেরা চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করিয়া, ভীষ্মের উপর অনবরত বাণবর্ষণ করিতে লাগিল। তিনি নিজ শরজাল দ্বারা শত্রুবর্গের বাণসমূহ অপসারিত করিয়া, পরিশেষে নিজ বাণ দ্বারা সকলকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন।

অস্ত্রবিদ্যাবিশারদ মহাবল ভীষ্ম ক্রমে ক্রমে সমস্ত রাজগণকে পরাজিত করিয়া, কন্যাদিগকে লইয়া হস্তিনাভিমুখে প্রস্থান করিবার উদ্যোগ করিলেন। রাজগণ পরাজিত হইয়া, ক্ষুব্ধহৃদয়ে স্ব স্ব রাজ্যে প্রতিগমন করিলেন। পথিমধ্যে মহারথ রাজা শাল্ব বিজিগীষু হইয়া, ভীষ্মের সম্মুখীন হইলেন। যেমন কোন যূথাধিপ মাতঙ্গবর ক্রোধ-পরবশ হইয়া, অন্য মাতঙ্গের প্রতি ধাবমান হয়, তদ্রূপ মহাবলপরাক্রান্ত, মহীপতি শাল্ব ঈর্ষা ও ক্রোধপরবশ হইয়া ভীষ্মকে, "তিষ্ঠ তিষ্ঠ" বলিয়া যুদ্ধে আহ্বান করিলেন। অরাতিকুল-নিহন্তা পুরুষ-ব্যাঘ্র ভীষ্ম তাঁহার গর্ব্বিত বাক্য শ্রবণমাত্র ক্রোধান্ধ হইয়া বিধূম অগ্নির ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন। তিনি অশঙ্কিত ও অসঙ্কুচিতচিত্তে ক্ষত্রধর্ম্ম অবলম্বন-পূর্ব্বক ধনুর্ব্বাণ ধারণ করিয়া তৎক্ষণাৎ সারথিকে রথবেগ সংবরণ করিতে আজ্ঞা দিলেন। তদ্দর্শনে অন্যান্য রাজগণ সমুৎসুক হইয়া, ভীষ্ম ও শাল্বের অদ্ভুত সমর নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। শাল্বরাজের অজস্র বাণবর্ষণে শান্তনব প্রথমতঃ সাতিশয় পীড়িত

হইলেন। তদ্দর্শনে তত্রত্য ভূপতিগণ বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া, শাল্বরাজের ভূয়সী প্রশংসা ও বারংবার সাধুবাদ করিতে লাগিলেন।

শাল্বরাজের প্রশংসাবাদ শ্রবণ করিয়া ভীষ্ম ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া, সারথিকে তৎসমীপে রথ-চালনা করিতে আদেশ করিলেন। রথ শাল্বরাজের সম্মুখীন হইলে, বীরশ্রেষ্ঠ ভীষ্ম সুতীক্ষ্ণ শরজাল-বর্ষণে তাঁহাকে পরাজিত করিয়া জীবিতাবস্থায়ই পরিত্যাগ করিলেন। শাল্বরাজ প্রাণ লইয়া স্বীয় রাজধানীর অভিমুখে পলায়ন করিলেন। ইহা দেখিয়া অবশিষ্ট রাজগণ নিরাশ হইয়া, স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর মহাবীর ভীষ্ম জয়োল্লাসিত-হৃদয়ে হস্তিনাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। তিনি অরাতিকুল উন্মূলিত করিয়া, অচিরে নদ, নদী বন, উপবন, ভূধর প্রভৃতি নানা স্থান অতিক্রম করিয়া, ভ্রাতার নিমিত্ত কন্যাদিগকে লইয়া রাজধানীতে উপনীত হইলেন। তিনি সেই কামিনীদিগকে স্নুষার ন্যায়, অনুজার ন্যায় এবং দুহিতার ন্যায় পরমযত্নে কৌরব-

রাজধানীতে আনয়নপূর্ব্বক বিক্রমাহৃতা সর্ব্বগুণযুতা সেই কন্যাদিগকে কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিচিত্রবীর্য্যের হস্তে সাদরে সমর্পণ করিবার মানস করিলেন।

এই সমস্ত দুরূহ কার্য্য সমাপন করিয়া, সত্যপ্রতিজ্ঞ ভীষ্ম সত্যবতীর সহিত পরামর্শ করিতেছেন, এমন সময়ে কাশীপতির জ্যেষ্ঠা কন্যা অম্বা লজ্জাবনতমুখে মৃদুস্বরে কহিলেন,—"আমি ইতিপূর্ব্বে মনে মনে শাল্বরাজকে পতিত্বে বরণ করিয়াছি, এবং তিনিও আমাকে প্রার্থনা করিয়াছেন, আর এ বিষয়টি আমার পিতারও সম্পূর্ণ অভিমত; ইহা বিবেচনা করিয়া ধর্ম্মতঃ আপনার যেরূপ অভিরুচি হয়, তাহা সম্পাদন করুন।" ভীষ্ম অম্বার এইরূপ কথা শ্রবণ করিয়া সাতিশয় চিন্তাকুল হইলেন এবং বেদবিৎ ব্রাহ্মণগণের সহিত পরামর্শ করিয়া, তাঁহাকে স্বেচ্ছানুরূপ কার্য্য করিবার অনুমতি প্রদান করিয়া কহিলেন,—"তোমার অনিচ্ছাসত্ত্বে তোমাকে বলপূর্ব্বক এখানে রাখিবার আমার ইচ্ছা নাই; শাল্বরাজ আমার সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া পরাজিত হইয়াছেন; তথাপি তুমি তাঁহাকে পতিত্বে বরণ

করিতে ইচ্ছুক, আমি তোমার ইচ্ছায় বাধা প্রদান করিতে প্রস্তুত নহি। তুমি তাঁহারই সহধর্ম্মিণী হইয়া সুখে কালযাপন কর।”

অনন্তর মহাবীর সংযতেন্দ্রিয় ভীষ্ম কাশীরাজের অপর দুই কন্যা অম্বিকা ও অম্বালিকার সহিত কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিচিত্রবীর্য্যের বিবাহ দিলেন। কিছুকাল পরে বিচিত্রবীর্য্য নিরতিশয় ব্যসনাসক্ত হওয়াতে, দুরারোগ্য যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হইলেন। ভীষ্ম যথোচিত ধীরতাসহকারে সুবিচক্ষণ চিকিৎসক দ্বারা তদীয় পীড়াশান্তির জন্য নানাপ্রকার প্রতীকারের চেষ্টা করিলেন; কিন্তু তাঁহার সকল চেষ্টাই বিফল হইল। দিন দিন রোগ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল এবং অচিরকালমধ্যেই সেই তরুণবয়স্ক রাজা পরিজনবর্গকে শোকসাগরে নিমগ্ন করিয়া, শমনসদনে গমন করিলেন।

সত্যবতী পুত্রশোকে কাতর হইয়া, বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন। অম্বিকা ও অম্বালিকা অকালে ভর্ত্তৃবিয়োগে ব্যাকুল ও ভূপতিত হইয়া, শিরে করাঘাত করিয়া, রোদন করিতে লাগিলেন।

ভীষ্ম ভ্রাতৃশোকে নিতান্ত কাতর ও বিষণ্ণ হইয়া পড়িলেন। সমস্ত রাজ্য শোকান্ধকারে পরিব্যাপ্ত হইল। সত্যবতী দুঃসহ শোকাবেগ কিঞ্চিৎ পরিমাণে সংবরণ করিয়া, পুত্রবধূ ও ভীষ্মকে নানাপ্রকার সান্ত্বনাবাক্যে প্রবোধ দিতে লাগিলেন।

অনন্তর একদা সত্যবতী ভীষ্মকে কহিলেন,—"বৎস! মহারাজ শান্তনুকে জলপিণ্ড প্রদান করে, তোমা ব্যতীত এমন লোক আর কুরুকুলে নাই। তুমি সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ এবং বেদবেদাঙ্গপারদর্শী। তোমার ধর্ম্মনিষ্ঠা ও কুলাচারে বিশেষ অভিজ্ঞতা আছে। হে সত্যব্রত, আমি ফলসিদ্ধির নিমিত্ত তোমাকে কোন কার্য্যে নিয়োগ করিতে ইচ্ছা করি। তোমার প্রিয়তম ভ্রাতা পুত্রবিহীন হইয়া অকালে পরলোকযাত্রা করিয়াছেন; অতএব বংশরক্ষার নিমিত্ত আমি তোমাকে অনুরোধ করিতেছি, তুমি এক্ষণে রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া প্রজাপালনে তৎপর হও এবং দারপরিগ্রহ করিয়া বংশরক্ষা কর।"

সত্যব্রত মহাত্মা ভীষ্ম সত্যবতীর এইরূপ অনুরোধ

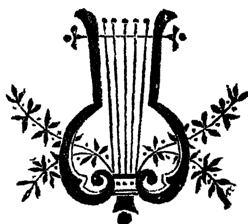
বাক্য শ্রবণে বিনীতভাবে উত্তর করিলেন,—“মাতঃ! আপনি আমাকে যেরূপ উপদেশ প্রদান করিতেছেন, তাহা সত্য; কিন্তু আমি রাজ্য ও স্ত্রীগ্রহণ সম্বন্ধে যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, আপনি তাহা সবিশেষ অবগত আছেন। আমি সর্ব্বান্তঃ-করণে যে সেই প্রতিজ্ঞাপালন করিয়া আসিতেছি, আপনি পূর্ব্বাপর তাহাও দেখিয়া আসিতেছেন। তথাপি আবার এক্ষণে দৃঢ়তর প্রতিজ্ঞা করিতেছি, শ্রবণ করুন—আমি ত্রৈলোক্য পরিত্যাগ করিতে পারি, ইন্দ্রত্ব পরিত্যাগ করিতে পারি, এবং ইহা অপেক্ষা যদি কিছু অধিকতর স্পৃহণীয় বস্তু থাকে, তাহাও পরিত্যাগ করিতে সম্মত আছি, কিন্তু কদাচ সত্য পরিত্যাগ করিতে পারিব না।”

সত্যবতী, মহাতেজা ভীষ্মের এইরূপ কঠোর প্রতিজ্ঞা শ্রবণ করিয়া কহিলেন,—“বৎস! তোমার কথা শুনিলে শরীর শীতল হয়; হৃদয় ধর্ম্মভাবে পূর্ণ হয়; শ্রোত্রযুগল অনাস্বাদিত সুখরসে সিক্ত হয়; অন্তঃকরণ বিষয়বাসনা ও স্বার্থপরতা ত্যাগ করিয়া, পরোপকারব্রতে তৎপর হয়। সত্যের

প্রতি তোমার যে অবিচলিত ভক্তি ও যথার্থ প্রীতি আছে, তাহা আমার অবিদিত নহে; তুমি ইচ্ছা করিলে, স্বীয় তেজঃপ্রভাবে যে নূতন ত্রিলোকের সৃষ্টি করিতে পার, তাহাও আমার বিলক্ষণ পরিজ্ঞাত আছে, ; আর তুমি আমার নিমিত্ত পূর্ব্বে যে সত্য করিয়াছ, তাহাও বিস্মৃত হই নাই; কিন্তু বৎস, তোমাকেই ধর্ম্মানুসারে পৈতৃক ভার বহন করিতে হইবে। যাহাতে তোমার বংশ রক্ষা হয়, ধর্ম্মের উচ্ছেদ-সাধন না হয়, এবং বন্ধুবান্ধবগণের সন্তোষ জন্মে, তাহার অনুষ্ঠান কর।"

সত্যবতী পুত্রশোকে কাতর হইয়া এইরূপে বিলাপ ও পরিতাপ করিতেছেন, এবং পুত্রলাভা-কাঙ্ক্ষায় সাধুবিগর্হিত অধর্ম্ম কার্য্যের অনুষ্ঠানে তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ প্রবর্ত্তিত করিতেছেন দেখিয়া, ধর্ম্মপরায়ণ ভীষ্ম কহিলেন,—"মাতঃ! ধর্ম্মের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন, সত্যভঙ্গ ক্ষত্রিয়ের পক্ষে অতীব নিন্দনীয়। যাহাতে রাজা শান্তনুর বংশ-পরম্পরা ধরামণ্ডলে অক্ষয়ভাবে দেদীপ্যমান থাকিবে, তাহার উপায়স্বরূপ সনাতন ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম

কীৰ্ত্তন করিতেছি, উহা শ্রবণ করিয়া ধর্ম্মকুশল প্রাজ্ঞ পুরোহিত ও মন্ত্রিগণের সহিত পরামর্শ করিয়া উক্ত ধর্ম্মানুসারে কার্য্য আরম্ভ করুন। তাহা হইলেই সকল দিক্ রক্ষিত হইবে।”





তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

কিছুকাল পরে, বিচিত্রবীর্য্যের পত্নীদ্বয়ের এক একটি পুত্র জন্মিল। ভীষ্ম শাস্ত্রোক্ত বিধিতে তাঁহাদের জাতকর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া, অম্বিকার পুত্রের নাম ধৃতরাষ্ট্র ও অম্বালিকার পুত্রের নাম পাণ্ডু রাখিলেন। দৈববশতঃ ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধ হইলেন। মহামতি ভীষ্ম ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডুকে পুত্রনির্ব্বিশেষে পালন করিতে লাগিলেন এবং জাতক্রিয়া প্রভৃতি সমস্ত সংস্কার সম্পাদন করিয়া, শিক্ষার নিমিত্ত উপযুক্ত শিক্ষকের হস্তে তাঁহাদিগকে সমর্পণ করিলেন। অল্পকালমধ্যেই তাঁহারা নানা শাস্ত্রে ও ধনুর্বিদ্যায় পারদর্শী হইয়া উঠিলেন।

জন্মান্ধতাপ্রযুক্ত ধৃতরাষ্ট্র রাজ্যলাভে বঞ্চিত হইলেন। ভীষ্ম সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ, নীতিকুশল,

ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য পাণ্ডুকে সিংহাসনে অধিরোহণ করাইলেন এবং নিজেও অবহিতচিত্তে রাজকার্য্যের তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত রহিলেন। পাণ্ডুর সুশাসনে প্রজাবর্গ নির্ভয়ে ও পরমসুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন। রাজ্যমধ্যে সর্ব্বত্র আনন্দস্রোত প্রবাহিত হইল। অতি অল্পদিনের মধ্যেই পৃথিবী সুজলা ও সুফলা হইয়া উঠিল। দুর্ভিক্ষ ও অকালমৃত্যু রাজ্য হইতে দূরীভূত হইল। সর্ব্বত্র অভিনব উৎসাহ ও শক্তি দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল।

একদা মহামতি, সত্যব্রত ভীষ্ম নূতন রাজা পাণ্ডুকে বিপুল রাজ্যের অধিকারী বিবেচনা করিয়া, তাঁহাকে কিছু সদুপদেশ প্রদান করা শ্রেয়ঃ মনে করিলেন, এবং তাঁহাকে নির্জ্জন কক্ষে লইয়া গিয়া সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—"বৎস! তোমার জ্যেষ্ঠ জন্মান্ধ হওয়াতে, রাজ্যের নিয়মানুসারে ও শাস্ত্রের অনুশাসনে তুমি এই বিপুল ধনধান্যে পূর্ণ, সমৃদ্ধ কুরু-রাজ্যের অধিপতি হইয়াছ। তোমার প্রধান কর্ত্তব্য এই যে, তুমি সর্ব্বদা স্বীয় ন্যায়পরতা ও বিবেক-শক্তি দ্বারা প্রজাবর্গের সুখসমৃদ্ধিবর্দ্ধনে যত্নবান্

হইবে। প্রকৃতিরঞ্জনহেতুই নরপতি রাজা নামে অভিহিত হন। তুমি যথাশক্তি সাধু ব্যক্তিদিগকে আদর করিবে। প্রিয় ও আত্মীয় হইলেও, উরগক্ষত অঙ্গুলির ন্যায় দুষ্ট লোককে শাস্তি প্রদান করিবে। নাতিতীক্ষ্ণ ও নাতিমৃদু হইয়া সর্ব্বদা রাজকার্য্য-সম্পাদনে তৎপর হইবে। কারণ, রাজা অতি তীক্ষ্ণ হইলে, প্রজাবর্গ বিরক্ত হইয়া উঠে; এবং অতি মৃদু হইলে, তাঁহাকে অবহেলা করে। ষড়্‌রিপুর দমনে এবং আত্মসুখের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া, প্রজাবর্গের সুখসাধনে যত্নবান্ হইবে। স্ত্রী, বালক, বৃদ্ধ ও শরণাগতের প্রতি কখনও বল-প্রকাশ করিবে না; আপনাকে বীরাগ্রগণ্য ও প্রধান রাজা মনে করিয়া, কদাপি আত্মশ্লাঘা করিবে না। গুরুজন ও ঈশ্বরে অচলা ভক্তি প্রদর্শন করিবে এবং সর্ব্বদা অতন্দ্রিতভাবে স্বীয় কর্ত্তব্য-সাধনে তৎপর থাকিবে।”

কুরুকুলে রাজাদের প্রতিপালিত বিদুর নামে এক মহামতি ব্যক্তি ছিলেন। তিনি যেমন ধর্ম্মপরায়ণ, তেমনই রাজকার্য্যকোবিদ। ভীষ্ম বিদুরের সহিত

পরামর্শ না করিয়া কোন দুরূহ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেন না। কুরুকুলের মঙ্গলচিন্তা ও ধর্ম্মকর্ম্মানুষ্ঠান বিদুরের জীবনের প্রধান কার্য্য ছিল। কালক্রমে ভীষ্ম একদিন বিদুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বৎস! যাহাতে আমাদের বংশের ক্রমশঃ উন্নতি হয়, তাহার উপায়-বিধান করা আমাদের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য, সন্দেহ নাই। পাণ্ডু সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়া, যথানিয়মে প্রজাপালন ও রাজ্যশাসন করিয়া সর্ব্বত্র প্রভূত যশঃ প্রাপ্ত হইতেছে। অতএব এক্ষণে তাহাকে অনুরূপ রাজকন্যার সহিত পরিণয়-সূত্রে বদ্ধ করিবার উপযুক্ত সময় বলিয়া, আমার বোধ হইতেছে। আমাদের কুল অন্যান্য যাবতীয় রাজকুল অপেক্ষা ধনে, মানে ও প্রতিপত্তিতে বিশেষ মর্য্যাদাশালী; যাহাতে আমাদের বংশমর্য্যাদার কোনরূপ হানি না হয়, অনুরূপ রাজকন্যাদিগের সহিত ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডুর বিবাহ হয়, তাহার উপায়-বিধান করা আমাদের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। শুনিয়াছি, গান্ধাররাজ সুবলের একটি সুন্দরী কন্যা এবং মদ্রেশ্বরের একটি রূপবতী ভগিনী আছে।

বংশমর্য্যাদায় এই দুই কুল আমাদের অযোগ্য নহে। আমি সেই কুমারীদ্বয়ের সহিত ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডুর বিবাহ দিতে সঙ্কল্প করিয়াছি।"

ভীষ্মের এইরূপ প্রস্তাব শুনিয়া, বিদুর বিনীত-ভাবে প্রত্যুত্তর করিলেন,—"মহাত্মন্! আপনার আদেশ আমাদের সকলের শিরোধার্য্য; আপনি কুরুকুলের ভিত্তিস্বরূপ; আপনার জন্যই এই বংশের প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। আপনিই আমাদিগকে সৎশিক্ষা প্রদান করিয়া সৎপথ প্রদর্শন করিয়াছেন। আপনি আমাদের সকলেরই পূজ্য ও মাননীয়। আপনার বিবেচনায় যাহা ভাল বলিয়া বোধ হয়, তাহারই অনুষ্ঠান করুন।"

ভীষ্ম সত্যবতীর অনুমতি লইয়া, গান্ধাররাজের নিকট দূত প্রেরণ করিলেন। ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধ বলিয়া, গান্ধাররাজ সুবল প্রথমতঃ কন্যাদানবিষয়ে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নিরূপণে দোলায়মানচিত্ত হইলেন। অবশেষে কুরুকুলের ঐশ্বর্য্য ও খ্যাতি পর্য্যালোচনা ও আত্মীয়স্বজনের সহিত পরামর্শ করিয়া, ধৃতরাষ্ট্রকে কন্যাদানে সম্মত হইলেন, এবং দূতকে

খথোচিত সম্মানপ্রদর্শনপূর্ব্বক বিদায় দিয়া, বিবাহের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। অবিলম্বে গান্ধার-রাজতনয় শকুনি স্বীয় ভগিনীকে লইয়া কুরুকুলের রাজধানী হস্তিনাপুরে উপনীত হইলেন এবং যথা-বিধানে স্বীয় ভগিনীকে ধৃতরাষ্ট্রের হস্তে সমর্পণ করিয়া, ও ভীষ্ম কর্তৃক সৎকৃত হইয়া, স্বীয় রাজ-ধানীতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। স্বামী জন্মান্ধ হইলেও, পতিপরায়ণা গান্ধারী কদাপি তাঁহাকে অবহেলা করেন নাই। স্বামীকে পরমদেবতাজ্ঞানে প্রগাঢ়ভক্তিসহকারে সেবাশুশ্রূষা করিতেন। গুরু-জনের প্রতি ভক্তি ও দাসদাসীদিগের প্রতি সদয় ব্যবহারে অতি অল্পকালমধ্যেই তিনি সকলের প্রিয়পাত্রী হইয়া উঠিলেন। ধৃতরাষ্ট্র পতিব্রতা পত্নী লাভ করিয়া, মনে মনে পরমপ্রীতি লাভ করিলেন।

ভীষ্ম ধৃতরাষ্ট্রের বিবাহে পূর্ণমনোরথ হইয়া, পাণ্ডুর পরিণয়প্রদানে যত্নবান্ হইলেন। যদুবংশে বসুদেবের জনয়িতা শূর নামে এক ধর্ম্মপরায়ণ নরপতি ছিলেন। প্রথমে তাঁহার পৃথা নামে এক তনয়া জন্মে। তিনি অনপত্য, পিতৃষ্বস্পুত্র, পরম-

মিত্র কুন্তিভোজকে পূর্ব্বকৃত প্রতিশ্রুতি অনুসারে নির্ম্মম হইয়া ঐ কন্যারত্ন প্রদান করেন। কুন্তি-ভোজ ঐ কন্যাকে নিজ ঔরসজাত সন্তানের ন্যায় পরমযত্নে লালনপালন করিতে লাগিলেন। পৃথা শশিকলার ন্যায় দিন দিন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে লাগি-লেন। কুন্তিভোজের পালিতা বলিয়া, সকলে তাঁহাকে কুন্তী নামে আহ্বান করিত। বয়োবৃদ্ধির সহিত যৌবনসীমায় পদার্পণ করিলে, কুন্তীর রূপলাবণ্য ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

কিছু দিন পরে, কুন্তিভোজ কন্যাকে স্বীয় অভিলষিত যোগ্য বরে অর্পণ করিতে অভিলাষী হইয়া, স্বয়ংবরের আয়োজন করিলেন। নানা দিগেদশ হইতে প্রসিদ্ধ নরপতিগণ নিমন্ত্রণপত্র প্রাপ্ত হইয়া, কুন্তিভোজের রাজধানীতে উপনীত হইলেন। ভীষ্ম কুন্তীর নানাপ্রকার গুণ ও রূপলাবণ্যের কথা শুনিয়া, উহাকে পাণ্ডুর উপযুক্ত পত্নী মনে করিয়া, পাণ্ডুকে অনুচরবর্গের সহিত ঐ স্বয়ংবরস্থলে পাঠাইয়া দিলেন। যথাসময়ে নিমন্ত্রিত নরপতিগণ স্বয়ংবরোচিত বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া, সভামণ্ডপে

উপবেশন করিলেন। পাণ্ডুও সময়োচিত বেশ-ভূষায় সুসজ্জিত হইয়া, নৃপতিগণের মধ্যে আসন পরিগ্রহ করিলেন। সভাস্থিত নরপতিগণ তাঁহার রমণীয় যৌবনশ্রী দেখিয়া, চিত্রার্পিতের ন্যায় তৎপ্রতি দৃষ্টিযোজনা করিয়া রহিলেন এবং মনে মনে কন্যারত্নলাভের আশা পরিত্যাগ করিলেন।

রাজগণ নিজ নিজ নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবিষ্ট হইলে, কুন্তী বিবাহোচিত বেশভূষায় সুসজ্জিতা হইয়া, হস্তে বরমাল্য লইয়া, স্বয়ংবরসভায় প্রবেশ করিলেন। উভয়পার্শ্বে সুসজ্জিতা সমবয়স্কা সখীগণ চামর ব্যজন করিতে করিতে তাঁহার অনুগামিনী হইল। কন্যার রূপরাশি দেখিয়া, রাজগণ বিস্মিত-লোচনে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলেন। বন্দিগণ একে একে উপস্থিত নৃপতিবর্গের গুণ ও বংশ কীর্ত্তন করিলে, কুন্তী প্রত্যেক নরপতির প্রতি এক একবার দৃষ্টিপাত করিয়া, ক্রমে ক্রমে পাণ্ডুর নিকটবর্ত্তিনী হইলেন। তাঁহার যৌবনসুলভ অনুপম রূপমাধুরী দর্শনে কুন্তীর হৃদয় আহ্লাদসাগরে মগ্ন হইল; তিনি অন্য কোন নৃপতির প্রতি দৃষ্টিপাত

না করিয়া, কুরুরাজ পাণ্ডুর সমীপবর্ত্তিনী হইয়া লজ্জাবনতমুখে তদীয় গলে বরমাল্য সমর্পণ করিলেন; সভামণ্ডপ বাদ্যধ্বনিতে মুখরিত হইয়া উঠিল। পাণ্ডুর সহচর ও বন্ধুবান্ধবগণ আহ্লাদ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। রাজা কুন্তিভোজও উপযুক্ত জামাতা প্রাপ্ত হইয়া সন্তুষ্ট হইলেন। অপর অপর রাজগণ কন্যারত্নলাভে বিফলমনোরথ হইয়া, নিজ নিজ রূপরাশিকে ধিক্কার করিতে করিতে স্ব স্ব রাজধানীতে প্রতিগমন করিলেন। অতঃপর যথাশাস্ত্র উদ্বাহকার্য্য সম্পন্ন হইলে, কুন্তিভোজ-প্রদত্ত বহুমূল্য যৌতুকাদি গ্রহণ করিয়া, পাণ্ডু হস্তিনাপুরে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। ভীষ্ম নবদম্পতীকে সাদরে গ্রহণ করিলেন। ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু উভয়ে মনোমত পত্নীলাভ করিয়াছেন দেখিয়া, সত্যবতী আহ্লাদ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। রাজভবন উৎসববেশ ধারণ করিল; পৌর ও জানপদবর্গ নানাবিধ মাঙ্গলিক উৎসবানুষ্ঠানে রত হইল এবং সকলেই সমভাবে পরিতোষ লাভ করিল।

কিছুকাল অতীত হইলে, মহামতি ভীষ্ম পাণ্ডুর

আর একটি বিবাহ দিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। তিনি শুনিয়াছিলেন যে, মদ্রাধিপতি শল্যের মাদ্রী নামে একটি পরম সুন্দরী ভগিনী আছেন; তাঁহার সহিত পাণ্ডুর বিবাহ দিলে, নিজ বংশমর্য্যাদার কোন-রূপ হানি হইবে না; ইহা বুঝিয়া, তিনি কয়েকজন অমাত্য ও ব্রাহ্মণ সমভিব্যাহারে স্বয়ং তদীয় রাজধানী যাত্রা করিলেন।

ভীষ্মের আগমন-সংবাদ-প্রাপ্তিমাত্র মদ্ররাজ শল্য সত্বর তদীয় সমীপে উপস্থিত হইয়া, তাঁহাকে পাদ্যার্ঘ্য প্রদানপূর্ব্বক সাদরে আসন প্রদান করিয়া, বিনীতবচনে তদীয় আগমনকারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। ভীষ্ম কহিলেন,—"রাজন্! আমি শুনিয়াছি যে, আপনার বিবাহযোগ্যা একটি অনূঢ়া ভগিনী আছে, আমার ভ্রাতুষ্পুত্র পাণ্ডুর সহিত সেই কুমারীর পরিণয়ার্থী হইয়া, আমি আপনার নিকট উপস্থিত হইয়াছি। আপনার ও আমাদের বংশ পরস্পর সম্বন্ধস্থাপনে যোগ্য; অতএব আপনি পাণ্ডুকে ভগিনী দান করিয়া আমাদের সহিত সম্বন্ধস্থাপন করিলে, সাতিশয় সুখী হইব।"

মদ্ররাজ সন্তোষসহকারে ভীষ্মের এই প্রস্তাবে সম্মত হইয়া, পাণ্ডুর উদ্দেশে তাঁহার হস্তে ভগিনীকে সমর্পণ করিলেন।

ভীষ্ম কন্যা লইয়া হস্তিনাপুরে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া ব্রাহ্মণ, আত্মীয়বর্গ ও সত্যবতীর অনুমতি গ্রহণ-পূর্ব্বক শুভদিনে শুভলগ্নে মাদ্রীর সহিত পাণ্ডুর পরিণয়কার্য্য সম্পাদন করিলেন। পাণ্ডু রূপবতী নূতন ভার্য্যালাভে অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলেন। কুন্তী ও মাদ্রী পরস্পর সপত্নী হইলেও উভয়ের মধ্যে অকৃত্রিম সৌহৃদ্য জন্মিল। উভয়েই যথা-সাধ্য স্বামিসেবায় নিরত থাকিতেন। মহারাজ পাণ্ডু ও পত্নীযুগলের প্রণয় ও শুশ্রূষায় প্রীত হইয়া, পরমসুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন এবং তীক্ষ্ণবুদ্ধি পরমধার্ম্মিক মহামনা বিদুর ও ভীষ্মের সৎপরামর্শে অতি সুচারুরূপে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন।





চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

পর্য্যায়ক্রমে শরদৃঋতুর আবির্ভাব হইল। জলদাপগমে আকাশ মেঘশূন্য হইলে, সূর্য্যের কিরণ অতি প্রখর বোধ হইতে লাগিল। কিন্তু রাত্রিকালের চন্দ্ররশ্মি অত্যন্ত প্রীতিপ্রদ হইয়া উঠিল। কাশকুসুম বিকসিত হইয়া চতুর্দ্দিক্ সুশোভিত করিয়া তুলিল। শস্যক্ষেত্র সকল শস্যপূর্ণ হইয়া, কৃষকদিগের উৎসাহ বর্দ্ধন করিতে লাগিল। বর্ষাপগমে পথের কর্দ্দমাদি শুষ্ক হইলে, একদা মহারাজ পাণ্ডু মৃগয়ায় বহির্গত হইয়া, নিরপরাধে মৃগরূপধারী এক মুনিকে বাণবিদ্ধ করেন। মৃত্যুকালে সেই মুনি তাঁহাকে এই অভিশাপ প্রদান করিলেন,—"নিরপরাধে আমাকে যেরূপে বধ করিলে," তুমিও সময়ে ইহার যথোচিত ফলপ্রাপ্ত হইবে।"

কিছুকাল পূর্ব্বে কুন্তীদেবী দুর্ব্বাসার নিকট হইতে বর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; তৎপ্রভাবে তিনি ক্রমান্বয়ে যুধিষ্ঠির, ভীম ও অর্জ্জুন নামে তিন পুত্র এবং মাদ্রী নকুল ও সহদেব নামে দুই যমজ পুত্র লাভ করিলেন। এ দিকে ধৃতরাষ্ট্রপত্নী গান্ধারী দুর্য্যোধন, দুঃশাসন প্রভৃতি শতপুত্র লাভ করিলেন। ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু উভয়ে পুত্রলাভ করিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ কৌরব এবং পাণ্ডুপুত্রগণ পাণ্ডবনামে প্রসিদ্ধি লাভ করিলেন।

একদা মহারাজ পাণ্ডু মন্ত্রিহস্তে রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া পত্নীদ্বয় ও পুত্রগণ সমভিব্যাহারে কিছু-কাল নির্জ্জনস্থানে বাস করিবার নিমিত্ত হিমালয়ের পাদদেশে এক রমণীয় গিরিবনে গমন করিলেন। কিয়ৎকাল পরে ঋতুরাজ বসন্তের আবির্ভাবে বন-ভূমি পরম রমণীয় ভাব ধারণ করিল; চতুর্দ্দিক্ কোকিলকূজনে ও ভ্রমরগুঞ্জনে মুখরিত হইল; রাজা পাণ্ডু মাদ্রীর সহিত সেই রমণীয় স্থানে ভ্রমণ করিতে-করিতে, সহসা রাগান্ধ হইয়া, মৃগরূপী মুনির শাপ বিস্মৃত হওয়াতে, তৎক্ষণাৎ তাঁহার মৃত্যু

হয়। মাদ্রী কুন্তীদেবীর উপর সন্তানগণের রক্ষণ-ভার অর্পণ করিয়া, স্বয়ং স্বামীর সহিত চিতারোহণ পূর্ব্বক সহমৃতা হইলে, কুন্তীদেবী পুত্রগণসমভি-ব্যাহারে হস্তিনাপুরে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। ভীষ্ম, বিদুর ও ধৃতরাষ্ট্র তাঁহাদিগকে সাদরে গ্রহণ করিয়া, যথোচিত যত্নপ্রদর্শন করিতে লাগিলেন।

যথাকালে কৌরব ও পাণ্ডবগণ শিক্ষোপযোগী বয়সে পদার্পণ করিলে, মহামতি ভীষ্ম উঁহাদিগকে সুশিক্ষিত করিবার মানসে শাস্ত্রজ্ঞ ও ধনুর্ব্বেদ-বিশারদ আচার্য্যের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। ইত্যবসরে একদা ধনুর্বিদ্যা-বিশারদ পণ্ডিত-প্রবর দ্রোণাচার্য্য পাঞ্চালরাজের নিকট অবমানিত হইয়া কুরুবংশীয় কুমারগণের শিক্ষকতা-কার্য্যে নিযুক্ত হইবার মানসে ভীষ্ম-সমীপে উপস্থিত হইলেন।

মহামতি ভীষ্ম পরম সমাদর-সহকারে আচার্য্যের অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহার যথোচিত সৎকার করিলেন। অনন্তর বিনয়-মধুর বচনে তদীয় আগমন-প্রয়োজন জিজ্ঞাসা করিলে, দ্রোণাচার্য্য স্বীয় আগমনপ্রয়োজন জ্ঞাপন করিলেন। ভীষ্ম তাঁহাকে প্রচুর অর্থদান

করিয়া, পৌত্রগণকে শিষ্যরূপে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিলেন এবং তাঁহার বাসের নিমিত্ত এক বৃহৎ অট্টালিকা ও পরিচর্য্যার নিমিত্ত অনেক দাসদাসী নিযুক্ত করিয়া দিলেন।

যথাসময়ে কুমারগণ নানাশাস্ত্রে ও নানাবিধ অস্ত্রবিদ্যায় সুনিপুণ হইয়া উঠিলেন। দ্রোণাচার্য্য ভীষ্মকে এই শুভসংবাদ জ্ঞাপন করিলে, তিনি পৌত্রগণের অস্ত্রশিক্ষায় নৈপুণ্য-পরীক্ষার্থ সুপ্রশস্ত রঙ্গভূমি নির্ম্মাণের অনুমতি প্রদান করিলেন। রঙ্গভূমি নিম্মিত হইলে, নির্দ্দিষ্ট দিবসে চতুর্দ্দিক্ হইতে রাজগণ ও অপরাপর দর্শকমণ্ডলী তথায় সমবেত হইলেন। কুমারগণ সকলেই নানাবিধ অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী হইয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে এক একজন এক এক বিদ্যায় বিশেষ নিপুণতা লাভ করিয়াছিলেন। দর্শকমণ্ডলী তাঁহাদের বলবীর্য্য ও অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শিতা দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। ভীষ্ম, দ্রোণ, ধৃতরাষ্ট্র এবং বৃদ্ধ মন্ত্রিগণ রাজকুমারদিগের বিদ্যাবুদ্ধি দেখিয়া যৎপরোনাস্তি প্রীতি লাভ করিলেন।

কিন্তু এই সকল সুখকর ব্যাপারের মধ্যে, এক অতি কষ্টকর, রাজ্যের অমঙ্গলজনক এবং ভারতের ভাবী অবনতির মূলীভূত কারণ কৌরব ও পাণ্ডবগণের মধ্যে ঈর্য্যানল ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। কি কুক্ষণে এই ঈর্য্যানল প্রজ্বলিত হইল, তাহা কে বলিতে পারে? উহার ফল অদ্যাপি ভারতবাসিগণ অনুভব করিয়া মনঃকষ্টে ম্রিয়মাণ হইয়া রহিয়াছে। বিশেষতঃ ভীম ও দুর্য্যোধন উভয়ের মধ্যে বাল্যকাল হইতেই ঈর্য্যাবৃত্তি অত্যন্ত বলবতী হইয়া উঠিয়াছিল। ক্রীড়াচ্ছলে দুর্য্যোধন অনেকবার ভীমের প্রাণবিনাশের চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। ভীষ্ম ও দ্রোণ বিশেষরূপে বিবেচনা করিয়া দেখিলেন যে, কিছুতেই কৌরব ও পাণ্ডবগণ অসপত্নভাবে একত্র বাস করিতে পারিবে না। ধৃতরাষ্ট্রও ইহা বুঝিয়া, পাণ্ডবদিগকে স্থানান্তরিত করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহাদিগকে বারণাবতে পাঠাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। দুর্য্যোধন ইহা অবগত হইয়া, পুরোচন নামক তদীয় এক বিশ্বস্ত ভৃত্য দ্বারা তথায় এক জতুময় গৃহ নির্ম্মাণ করাইলেন।

যুধিষ্ঠির ধৃতরাষ্ট্রের অভিপ্রায় বুঝিয়া এবং আপনাকে নিতান্ত অসহায় মনে করিয়া, অগত্যা তাঁহার আদেশপালনে সম্মত হইলেন। তৎপরে গুরুজনের নিকট গমন করিয়া কহিলেন,—"আমরা পরম পূজ্য পিতৃব্যের আদেশে বারণাবতে গমন করিতেছি, যাহাতে আমাদের কোনরূপ অমঙ্গল না ঘটে, আপনারা আমাদিগকে সেইরূপ আশীর্ব্বাদ করুন।" অনন্তর যুধিষ্ঠির ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর ও গান্ধারীর নিকট বিদায় লইয়া, মাতা ও চারি ভ্রাতার সহিত বারণাবতে প্রস্থান করিলেন। যাইবার সময় বিদুর অপরের অবোধ্য ম্লেচ্ছভাষায় যুধিষ্ঠিরকে দুর্য্যোধনের দুরভিসন্ধি জানাইলে, যুধিষ্ঠির "বুঝিলাম" বলিয়া তাহার উত্তর প্রদান করিয়া, বারণাবতে প্রস্থান করিলেন; এবং তথায় উপস্থিত হইয়া অতি সাবধানতার সহিত বাস করিতে লাগিলেন।

পাণ্ডবেরা বারণাবতে প্রস্থান করিলে, ভীষ্ম মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন,—হায়, দৈবের গতি কি দুর্ব্বোধ্য! এই অতর্কিত অথচ দুর্নিবার আত্ম-বিরোধে উত্তরকালে কৌরব ও পাণ্ডবদিগের

ভীষণ অমঙ্গল ঘটিবে। ইহা ভাবিয়া তিনি মনে মনে অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ ও দুঃখিত হইলেন। ধৃতরাষ্ট্র এবং দুর্য্যোধনের পাপপ্রবৃত্তি ও কলহের পরিণাম চিন্তা করিয়া ভীষ্ম ক্ষোভে ম্রিয়মাণ হইলেন। কুরুকুলের বিষম অনিষ্টের আশঙ্কায় আকুল হইয়া তিনি নির্জ্জনে অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন। স্বহস্তরোপিত বৃক্ষের ফল বিষময় হইলে, যেরূপ কষ্টের সঞ্চার হয়, দুর্য্যোধনের দুর্ব্যবহারে তাঁহার সেইরূপ মনোবেদনার আবির্ভাব হইল। তিনি মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন,—"কেন আমি হস্তিনাপুরী ত্যাগ করিয়া মাতা সত্যবতীর সহিত বন-গমন করিয়া যোগমার্গ অবলম্বন করিলাম না? কেনই বা এতদিন কুরুকুলরক্ষণের ভার বহন করিলাম? এক্ষণে কি প্রকারে সমস্নেহ কৌরব ও পাণ্ডবদিগের হৃদয়বিদারক আত্মবিরোধ দেখিব? আমি বাল্যকাল হইতেই রাজকীয় কার্য্য পরিত্যাগ করিয়াছি; আমার নিজের কোনরূপ ভোগবাসনা নাই, তবে বিধাতা কেন আমাকে দুর্ব্বিষহ আত্মবিরোধ দেখিবার জন্য জীবিত রাখিয়াছেন?" ভীষ্ম

গভীর মর্ম্মপীড়ায় কাতর হইয়া এইরূপ বিলাপ করিতে লাগিলেন।

এদিকে যুধিষ্ঠির মাতা ও ভ্রাতৃগণের সহিত বারণাবত নগরীতে উপস্থিত হইলে, নগরবাসিগণ সাদরে তাঁহাদের অভ্যর্থনাদি করিল। যুধিষ্ঠিরের নিরহঙ্কারভাব ও সাদরসম্ভাষণে তত্রস্থ আবালবৃদ্ধ-বনিতা সকলেই প্রীত হইল। ইতঃপূর্ব্বে দুর্য্যোধনের আদেশে ক্রূরপ্রকৃতি পুরোচন এক জতুগৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছিল; এক্ষণে সে কৃত্রিম সৌজন্য প্রকাশ পূর্ব্বক পাণ্ডবদিগকে সেই রমণীয় প্রাসাদে লইয়া গেল। যাহা হউক, ঐ গৃহে অগ্নি-প্রদানের পূর্ব্বেই পাণ্ডবগণ মাতার সহিত তথা হইতে পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন। তৎপরে তাঁহারা কিছুকাল বনে বনে ভ্রমণ করিয়া, একদা পাঞ্চালরাজ্যে উপনীত হইয়া শুনিলেন যে, অতুল্য লাবণ্যবতী তনয়া যাজ্ঞসেনীর বিবাহার্থ পাঞ্চালরাজ দ্রুপদ এক স্বয়ংবর-সভা আহ্বান করিয়াছেন। তথায় নানা দিগেদশ হইতে পরাক্রম-শালী বীরাগ্রগণ্য রাজগণ ঐ অলোকসামান্য রূপবতীর পাণিগ্রহণার্থ সমবেত হইয়াছেন। পাণ্ডবগণ এই

সংবাদ পাইয়া, দ্রৌপদীলাভার্থ জননীর অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক সভায় উপস্থিত হইয়া, ব্রাহ্মণমণ্ডলীমধ্যে আসন পরিগ্রহ করিলেন। অন্যদিকে রাজন্যগণের সভায় সুসজ্জিত মঞ্চে উপবিষ্ট ভূপালগণের মধ্যে ভীষ্ম, দ্রোণ, দুর্য্যোধন প্রভৃতি কৌরবগণ ও বীরশ্রেষ্ঠ রাধেয় কর্ণ উপবিষ্ট ছিলেন।

অনন্তর নানাভরণভূষিতা পট্টবস্ত্রপরিহিতা কৃষ্ণা হস্তে বরমাল্য গ্রহণ করিয়া, ভ্রাতা ধৃষ্টদ্যুম্নের সহিত সভামণ্ডপে প্রবেশ করিলেন। সভাস্থলে উপবিষ্ট রাজগণ উদ্‌গ্রীব হইয়া, পাঞ্চালার রূপ-লাবণ্য দেখিয়া, কাহার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়, দেখিতে সাতিশয় কৌতূহলী হইলেন। পাঞ্চালরাজপুত্র সভামধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া জলদগম্ভীরস্বরে ভূপতি-দিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—"হে রাজগণ! আপনারা অবহিতচিত্তে শ্রবণ করুন :—এই শরাসন ও এই নিশিত পঞ্চশর রহিয়াছে ; আকাশে ঐ কৃত্রিম সুবর্ণমৎস্য এবং তন্নিম্নে যন্ত্রমধ্যস্থ ছিদ্র লক্ষিত হইতেছে। যিনি জলমধ্যে মৎস্যলক্ষ্যের প্রতিবিম্ব দেখিয়া, যন্ত্রস্থিত ছিদ্রের মধ্য দিয়া ঐ

লক্ষ্য ভেদ করিতে সমর্থ হইবেন, আমার ভগিনী কৃষ্ণা তাঁহারই গলে বরমাল্য প্রদান করিবেন।"

এই কথা বলিয়া ধৃষ্টদ্যুম্ন আসনপরিগ্রহ করিলে, নরপতিগণ একে একে লক্ষ্য-বেধার্থ শরাসনের নিকট গমন করিলেন; কিন্তু কেহই সেই দুরানম্য শরাসনে শরযোজনা করিতে সমর্থ হইলেন না। দুর্য্যোধন স্বয়ং লক্ষ্য-বেধে অসমর্থ হইলে, মহাবীর ভীষ্ম ধনুর নিকট গমন করিয়া কহিলেন,—"হে সভাস্থ নরপতিগণ! আপনারা সকলেই আমার প্রতিজ্ঞা অবগত আছেন যে, আমি কদাচ দার পরিগ্রহ করিব না; আমি যদি এই লক্ষ্যভেদে সমর্থ হই, তবে মহারাজ দুর্য্যোধনকে এই কন্যারত্ন অর্পণ করিব।" এই বলিয়া তিনি কার্ম্মুক গ্রহণ করিবামাত্র সম্মুখে শিখণ্ডীকে দেখিতে পাইলেন এবং তৎক্ষণাৎ ধনুর্ব্বাণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক আসন পরিগ্রহ করিলেন। *

মহামতি ভীষ্ম উপবেশন করিলে, বীরবর কর্ণ লক্ষ্যভেদ করিতে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু তাঁহাকে

* শিখণ্ডী দ্রুপদরাজের পুত্র; ইনি মহাবীর ছিলেন; কিন্তু ভীষ্ম ইঁহাকে ক্লীব মনে করিতেন, এবং ইঁহাকে দেখিলেই ধনুর্ব্বাণ পরিত্যাগ করিতেন।

দেখিয়া দ্রৌপদী বলিয়া উঠিলেন,—"আমি সূত-পুত্রকে কদাপি স্বামিরূপে গ্রহণ করিব না।" কর্ণ লজ্জায় অধোবদনে আসন পরিগ্রহ করিলেন।

স্বয়ংবরসভায় সমবেত রাজগণ এইরূপে একে একে বিফল-প্রযত্ন হইলে, ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য, মহাবীর অর্জ্জুন ব্রাহ্মণসভা-মধ্য হইতে গাত্রোত্থান করিয়া, লক্ষ্যভেদ করিবার উদ্দেশ্যে যুধিষ্ঠিরের অনুমতি প্রার্থনায় ঔৎসুক্যসহকারে তাঁহার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। অর্জ্জুনের তদানীন্তন ছদ্মবেশ দেখিয়া কেহই তাঁহাকে চিনিতে পারেন নাই। ব্রাহ্মণগণ অর্জ্জুনকে এই অসমসাহসের কার্য্য করিতে উদ্যত দেখিয়া, বলপূর্ব্বক তাঁহাকে উপবেশন করাইতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কেহ কেহ বলিতে লাগিলেন,—ধনুর্ব্বিদ্যাবিশারদ মহারথগণ যে লক্ষ্য ভেদ করিতে অসমর্থ, দুর্ব্বল ব্রাহ্মণ সেই দুষ্কর কার্য্য করিতে উদ্যত হইয়াছে; ইহার ফল কেবল এইমাত্র দেখিতেছি যে, আমরা ভূপালগণের ঘৃণা ও উপ-হাসের পাত্র হইব।

ব্রাহ্মণগণের এইরূপ কথোপকথন শুনিয়া এবং

অর্জ্জুনের মনোগত অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া, ব্রাহ্মণবেশধারী যুধিষ্ঠির তাঁহাদিগকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন,—"হে ব্রাহ্মণগণ ! আপনারা কেন ইঁহাকে বাধা প্রদান করিতেছেন ? বাহুবল না থাকিলে, এই ব্যক্তি কদাচ এই কার্য্যে অগ্রসর হইতে সাহসী হইতেন না।"

এই কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণগণ নিরস্ত হইলেন; তখন অর্জ্জুন শরাসন-সমীপে গমন করিলেন এবং উহাতে অনায়াসে শরযোজনা করিয়া, সেই দুর্ভেদ্য লক্ষ্য অনায়াসে ভেদ করিয়া, ভূতলে পাতিত করিলেন। ভীষ্ম ব্রাহ্মণবেশী অর্জ্জুনকে দেখিয়াই মনে মনে অনুমান করিয়াছিলেন যে, ইনি নিশ্চয়ই ছদ্মবেশী তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুন; নতুবা যে কার্য্যসাধনে মহাবীরগণ পরাভূত, অর্জ্জুন ব্যতীত সেই দুষ্কর কে অগ্রসর হইতে পারে ?

পাঞ্চালীকে লাভ করিয়া, পাণ্ডবগণ সর্ব্বজনকর্ত্তৃক পরিজ্ঞাত হইলে, ভীষ্ম ও দ্রোণাচার্য্য প্রভৃতি কুরুবংশের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিগণ তাঁহাদিগকে হস্তিনাপুরে সাদরে লইয়া গেলেন। তথায় কিছুকাল

বাস করিবার পর, কৌরব ও পাণ্ডবদিগের বদ্ধমূল ঈর্ষ্যাভাব দর্শনে, ভীষ্ম, বিদুর প্রভৃতি মনীষিগণ ইঁহাদের মধ্যে কোন কালেই সদ্ভাব স্থাপিত হইবার সম্ভাবনা নাই বুঝিয়া, পাণ্ডবদিগকে স্থানান্তরিত করিবার অভিপ্রায় করিলেন; হস্তিনাপুরের অনতিদূরে ইন্দ্রপ্রস্থ-নামক স্থানে পাণ্ডবদিগকে প্রেরণ করা স্থির হইল। উভয় পিতৃব্যপুত্রদিগের মধ্যে সমভাবে রাজ্য বিভাগ করিয়া দিয়া, মহামনা ভীষ্ম পাণ্ডবদিগকে ইন্দ্রপ্রস্থে প্রেরণ করিলেন। অতি অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহারা নিজ ভুজবলে দিগন্তবিশ্রুত হইয়া উঠিলেন; তাঁহাদের যশোরাশি ও বীরত্ব-প্রভাবে সকলেই তাঁহাদের প্রতি অনুরক্ত হইয়া উঠিল। ক্ষমতাশালী ব্যক্তিগণ স্বকীয় ক্ষমতাবলে সর্ব্বজনপূজ্য হইয়া উঠেন।

কিছুদিন পরে, মহারাজ যুধিষ্ঠির ময়-নামক দানবরাজকে আহ্বান করিয়া, তাঁহাকে এক রমণীয় সভামণ্ডপ নির্ম্মাণ করিতে অনুমতি প্রদান করিলেন। যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞায় দানবরাজ অত্যদ্ভুত অলৌকিক সভামণ্ডপ নির্ম্মাণ করিলেন। সভামণ্ডপ নির্ম্মিত

হইলে যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন। এই যজ্ঞে নিমন্ত্রিত হইয়া, রাজা দুর্য্যোধন উক্ত সভার এক স্থানে মণিময় গৃহপ্রাঙ্গণে স্থলভ্রমে জল-মধ্যে পতিত হইয়া, অত্যন্ত অপমানিত হইয়াছিলেন। তিনি পাণ্ডবদিগের তথাবিধ ঐশ্বর্য্য দর্শনে ঈর্ষ্যানলে দগ্ধ হইতে লাগিলেন এবং হস্তিনাপুরে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াই প্রতিহিংসাসাধনে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তিনি মাতুল শকুনির পরামর্শে যুধিষ্ঠিরকে কপট দ্যূতক্রীড়ায় পরাজিত করিয়া, তাঁহাদের রাজ্যাদি গ্রহণপূর্ব্বক দ্বাদশবৎসর বনবাসে প্রেরণ করিলেন।

দুর্ব্বুদ্ধি ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণ কপটদ্যূতে পাণ্ডবগণকে পরাজিত করিলে পর, তাঁহারা জাতক্রোধ হইয়া অস্ত্র-শস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক দ্রৌপদীসমভিব্যাহারে হস্তিনাপুর হইতে বহির্গত হইয়া উত্তরাভিমুখে গমন করিলেন। তাঁহাদের অনুরক্ত ভৃত্যগণ স্ত্রী-পুত্র সমভিব্যাহারে নগর পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র চলিয়া গেল; পুরবাসিগণ তাঁহাদের বনগমন-বার্ত্তা শ্রবণে নিতান্ত শোকসন্তপ্ত হইয়া, নির্ভয়চিত্তে ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর ও কৃপাচার্য্যকে বারংবার অনুযোগ করিতে লাগিলেন।

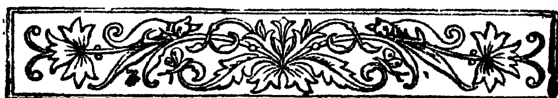
ভীষ্ম ও বিদুর শোকে ম্রিয়মাণ হইলেন। পৌরগণ পাণ্ডবগণের সমীপে গমন করিয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতে লাগিলেন,—"হে মহাত্মগণ! আপনারা আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় যাইবেন? আমরাও আপনাদের অনুগামী হইব।"

যুধিষ্ঠির কহিলেন,—"আমরাই ধন্য, কেননা, আমাদের যে সকল গুণ বাস্তবিক নাই, প্রজাগণ স্নেহ ও কারুণ্যবশতঃ তাহাও কীর্ত্তন করিতেছে।" তৎপরে তাহাদিগকে সাদরসম্ভাষণ করিয়া কহিলেন, —"এক্ষণে আপনারা স্নেহ ও অনুকম্পা প্রকাশ করিয়া, আমার অনুরোধে গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হউন। পিতামহ ভীষ্ম, রাজা ধৃতরাষ্ট্র, বিদুর, জননী কুন্তী এবং অনেক বন্ধুবান্ধবগণ হস্তিনাপুরে রহিলেন। তাঁহারা শোকসন্তাপে অত্যন্ত কাতর হইয়াছেন; আপনারা সকলে মিলিত হইয়া, অন্ততঃ আমাদের হিতকামনায়, যত্নপূর্ব্বক তাঁহাদিগের রক্ষণাবেক্ষণ করুন। আমি বন্ধুবান্ধবগণকে আপনাদের হস্তে সমর্পণ করিলাম; আপনারা তাঁহাদের প্রতি স্নেহ-পরবশ হইয়া, আমাদের সহগমন হইতে বিরত

হউন, তাহা হইলেই আমার তুষ্টিসাধন হইবে।” ধর্ম্মরাজ প্রজাগণকে এইরূপ মধুর সম্ভাষণে প্রীত করিয়া বিদায় করিলে, তাহারা একত্র হইয়া, ‘হা রাজন্ !’ বলিয়া অতি করুণস্বরে আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল এবং পাণ্ডবগণের গুণরাশি স্মরণপূর্ব্বক অতি কাতরচিত্তে অগত্যা প্রতিনিবৃত্ত হইল।

পৌরগণ প্রতিনিবৃত্ত হইলে, পাণ্ডবেরা রথারোহণ পূর্ব্বক জাহ্নবীতীরে প্রমাণনামে বটবৃক্ষ লক্ষ্য করিয়া গমন করিতে লাগিলেন। দিবাবসানে তথায় উপস্থিত হইয়া, পবিত্র জল স্পর্শ করিলেন এবং কেবল ঐ জলমাত্র পান করিয়া, অতিকষ্টে সেই রাত্রি তথায় অতিবাহিত করিলেন। প্রভাতে তাঁহারা পুনরায় অন্যদিকে যাত্রা করিলেন।





পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

পাণ্ডবদিগের বনবাসক্লেশ চিন্তা করিয়া, ভীষ্ম গভীর শোক-সাগরে নিমগ্ন হইলেন। ইন্দ্রপ্রস্থে মহারাজ যুধিষ্ঠির-কৃত রাজসূয়যজ্ঞ দেখিয়া, তাঁহার মনে যেরূপ আহ্লাদের সঞ্চার হইয়াছিল, এক্ষণে পাণ্ডব-গণের অরণ্যযাত্রা দর্শনে সেইরূপ বিষাদের আবির্ভাব হইল। তিনি স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন যে, কৌরব ও পাণ্ডবদিগের পরস্পরের ঈর্ষাভাব উত্তরোত্তর যেরূপ বর্দ্ধিত হইতেছে, তাহাতে শীঘ্রই ঘোরতর আত্মবিগ্রহ ঘটিবে। ধৃতরাষ্ট্র ও দুর্য্যোধনের পাপ-মতিই যে ইহার মূল কারণ, তাহা ভাবিয়া, তিনি মনে মনে অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ

হইলেন। এই ভাবা আত্ম-বিরোধের ফল অতি ভয়ঙ্কর ; ইহাতে হয় ত উভয় কুলই নির্ম্মূল হইবে।

পাণ্ডবগণ অতিকষ্টে নানাস্থান ভ্রমণ করিয়া, দ্বাদশ বৎসর অরণ্যবাসে অতিবাহিত করিলেন। তাঁহারা প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, দ্বাদশ বৎসর বনবাসের পর একবৎসর অজ্ঞাতভাবে বাস করিবেন। এই একবৎসরের মধ্যে যদি কেহ তাঁহাদিগের প্রকৃত পরিচয় অবগত হয়, তবে তাঁহাদিগকে পুনরায় দ্বাদশ বৎসর বনবাসে এবং একবৎসর কাল অজ্ঞাতবাসে যাপন করিতে হইবে। এইজন্য ত্রয়োদশ বৎসরটি তাঁহারা অজ্ঞাতভাবে বিরাটরাজভবনে অতিবাহিত করিতে ইচ্ছা করিলেন। পাছে কেহ তাঁহাদিগকে চিনিতে পারে, এই আশঙ্কায় তাঁহারা এক দুরারোহ পর্ব্বতশিখরস্থিত শমীবৃক্ষে আয়ুধসকল রক্ষা করিয়া, ছদ্মবেশ ধারণপূর্ব্বক একে একে মৎস্যরাজ সমীপে গমন করিলেন। যুধিষ্ঠির ‘কঙ্ক’ নাম ধারণ করিয়া, রাজার অক্ষক্রীড়ার পারিষদরূপে রহিলেন। ভীম ‘বল্লব’ নাম পরিগ্রহ করিয়া, সূপকারদিগের তত্ত্বাবধায়ক

নিযুক্ত হইলেন। অর্জ্জুন ক্লীববেশ ধারণপূর্ব্বক 'বৃহন্নলা' নামে আত্মপরিচয় দিয়া, রাজকুমারী উত্তরাকে নৃত্যগীত শিক্ষা দিতে লাগিলেন। নকুল 'গ্রন্থিক' নাম ধারণ করিয়া, বিরাটের অশ্বশালাধ্যক্ষ হইলেন এবং সহদেব 'অরিষ্টনেমি' নামে পরিচিত হইয়া গো-পালন-কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। পাণ্ডব-মহিষী যাজ্ঞসেনী 'সৈরিন্ধ্রী' নামে পরিচিতা হইয়া বিরাট-মহিষী সুদেষ্ণার পরিচর্য্যা-কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন।

অজ্ঞাতবাস-সময়ে পাণ্ডবেরা পরিজ্ঞাত হইলে, পুনরায় তাঁহাদিগকে পূর্ব্ববৎ দ্বাদশ বৎসর বনবাসে গমন করিতে হইবে, এইজন্য তাঁহাদের অনুসন্ধানার্থ নানাদিকে নিপুণ চর-সমূহ প্রেরিত হইল। পরন্তু চরগণ নানাবিধ ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া, প্রচ্ছন্নভাবে সর্ব্বত্র অনুসন্ধান করিয়াও পাণ্ডবগণের কোনরূপ অনুসন্ধান করিয়া উঠিতে পারিল না। বিফলপ্রয়াস হইয়া চরগণ হস্তিনায় প্রত্যাগমন পূর্ব্বক, রাজা দুর্য্যোধনের সভায় উপস্থিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিল,—"মহারাজ! আমরা অসমসাহসে

নানাবিধ হিংস্রজন্তু-সঙ্কুল দুর্গম অরণ্য, দুরারোহ শৈলশিখর, নানাবিধ লোকপরিপূর্ণ নগর প্রভৃতি সর্ব্বত্র অবহিতচিত্তে পরিভ্রমণ করিয়াও পাণ্ডবগণের কোন সন্ধান করিতে পারিলাম না। আমাদের বিশ্বাস, তাঁহারা বনমধ্যে কোন হিংস্রজন্তু কর্ত্তৃক বিনষ্ট অথবা কোন প্রবল অরাতি বা দস্যু কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছেন।

দূতগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া, দুর্য্যোধন ক্ষণকাল মৌনভাবে চিন্তা করিয়া, অবশেষে সভাস্থলে উপবিষ্ট ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর ও বৃদ্ধমন্ত্রীদিগকে এ বিষয়ে কি কর্ত্তব্য, তাহা জানিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। ভীষ্ম দুর্য্যোধনের অন্নে প্রতিপালিত হইলেও, ধর্ম্মপরায়ণতা-নিবন্ধন পাণ্ডবগণকে আন্তরিক স্নেহ করিতেন। তিনি দুর্য্যোধনকে বলিলেন,—"বৎস! তোমরা এবং পাণ্ডবগণ উভয়েই আমার সমান স্নেহের পাত্র; যাহাতে তোমাদের কোনরূপ অনিষ্টা-পাতের সম্ভাবনা আছে, তাহাতে আমি কিরূপে উপদেশ দিতে পারি? আমি তোমাকে স্পষ্টাক্ষরে বলিতেছি, যুধিষ্ঠির সত্য, ধৃতি, ক্ষমা, সরলতা

প্রভৃতি সদ্‌গুণের আধার। যে ব্যক্তি সত্যপথ অবলম্বন করিয়া চলে, ভবিষ্যতে নিশ্চয় তাহার মঙ্গলসাধন হয়; অতএব ঈর্ষাবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া, সত্যপথ অবলম্বন কর; তাহা হইলে, উভয়েরই সুখ-সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাইবে।”

এ দিকে পাণ্ডবেরা অজ্ঞাতভাবে বিরাট-ভবনে বাস করিতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে তাঁহাদের অজ্ঞাতবাসকাল অতীত হইলে, একদা রাজা দুর্য্যোধন শুনিলেন যে, বিরাটরাজের সেনাপতি মহাবল কীচক এক গন্ধর্ব্ব-কর্ত্তৃক রাত্রিকালে নিহত হইয়াছে। বিরাটরাজের অনেক গোধন ছিল; কিন্তু দুর্য্যোধন এ পর্য্যন্ত কীচকের বাহুবল-রক্ষিত রাজ্যে প্রবেশ করিতে সাহসী হন নাই। অধুনা তাহার নিধন-সংবাদ শ্রবণে উৎসাহিত হইয়া, ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ প্রভৃতি ধনুর্ধরগণের সহিত বিরাটের গোধন-হরণ-মানসে যাত্রা করিলেন।

গোগৃহে কৌরবসৈন্য সমাগত হইয়াছে দেখিয়া, রাজকুমার উত্তর সসৈন্যে সুসজ্জিত হইয়া, গোধন রক্ষার্থ প্রস্তুত হইলেন। কৌরব বীরগণের নাম শ্রবণ

করিয়া কেহই উত্তরের সারথি হইতে স্বীকৃত হইলেন না। অবশেষে বৃহন্নলা-বেশধারী মহাবীর অর্জ্জুন সারথি-পদ গ্রহণ করিলেন। বিরাটতনয় উত্তর বিপক্ষদিগের সৈন্যসমূহ দেখিয়া, জয়াশা ত্যাগ করিয়া, পলায়নে উদ্যত হইলে, অর্জ্জুন তাঁহাকে রথরশ্মি ধারণ করিতে দিয়া, স্বয়ং যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইলেন এবং শমীবৃক্ষ হইতে স্বীয় প্রসিদ্ধ গাণ্ডীব ধনু ও বাণ গ্রহণ করিয়া যুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। কৌরবসৈন্য-গণের মধ্যে অনেকেই অর্জ্জুনকে চিনিতে পারিলেন। ভীষ্ম অর্জ্জুনের সুন্দর আকৃতি, অসামান্য যুদ্ধনৈপুণ্য ও গাণ্ডীব ধনু দেখিয়া যুগপৎ আহ্লাদ ও বিস্ময়-সাগরে নিমগ্ন হইলেন। অজ্ঞাতবাসকাল পরিপূর্ণ হইবার পূর্ব্বে পাণ্ডবগণের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে ; সুতরাং তাঁহাদিগকে পুনর্ব্বার দ্বাদশবৎসরকাল বন-বাসে যাইতে হইবে—এই বলিয়া দুর্য্যোধন যখন আহ্লাদ প্রকাশ করিতে লাগিলেন, তখন ভীষ্ম কহি-লেন,—"দেখ, মহারাজ দুর্য্যোধন ! পাণ্ডুপুত্রগণ অতি সত্য-পরায়ণ,তাহারা কদাচ সত্যভ্রষ্ট হইবে না। আমি স্বয়ং গণনা করিয়া দেখিয়াছি যে, তাহাদের অজ্ঞাত-

বাস-কাল অতীত হইয়া, পাঁচমাসেরও অধিক কাল অতিবাহিত হইয়াছে। প্রতিজ্ঞাত সময় অতীত না হইলে, অর্জ্জুন কদাপি যুদ্ধক্ষেত্রে সমাগত হইতেন না।”

এ দিকে অর্জ্জুন অতি অল্পসময়মধ্যে কৌরব-সৈন্য পরাজিত করিয়া বিরাটরাজের গোধনের উদ্ধারসাধন করিলেন। কৌরবগণ অকৃতকার্য্য হইয়া বিষণ্ণবদনে হস্তিনায় প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। পাণ্ডবগণ অদ্যাপি জীবিত আছে জানিয়া, তাঁহারা মনে মনে চিন্তাকুল হইলেন।

উত্তরের নিকট গোধন-রক্ষার সংবাদ এবং অর্জ্জুনের পরিচয় অবগত হইয়া বিরাটরাজ অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলেন ; পরে যখন তিনি দ্রৌপদী ও অন্যান্য পাণ্ডবগণের পরিচয় জনিতে পারিলেন, তখন তাঁহার বিস্ময় ও আনন্দের সীমা রহিল না। তিনি তৎক্ষণাৎ যুধিষ্ঠির-সমীপে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। অনন্তর তিনি অর্জ্জুনের সহিত নিজকন্যা উত্তরার বিবাহ দিবার প্রস্তাব করিলে, অর্জ্জুন বলিলেন,—“আমি সংবৎসরকাল রাজকুমারীর শিক্ষাদানে নিযুক্ত ছিলাম ; অতএব উত্তরা আমার কন্যাস্থানীয়া।” অনন্তর তিনি

নিজপুত্র অভিমন্যুর সহিত উত্তরার বিবাহ দিবার প্রস্তাব করিলেন। বিরাটরাজও আহ্লাদ-সহকারে এই প্রস্তাবে সম্মতি দান করিলেন। যুধিষ্ঠির যদুপতি শ্রীকৃষ্ণকে এই সংবাদ জ্ঞাপন করিলে, তিনি স্বীয় ভাগিনেয় সুভদ্রা-তনয় অভিমন্যু ও অন্যান্য আত্মীয়-গণ সমভিব্যাহারে বিরাটনগরে উপস্থিত হইয়া, মহা সমারোহে উদ্বাহকার্য্য সম্পাদন করিলেন। বিরাট-রাজ পাণ্ডবদিগের সহিত বন্ধুত্ব-সূত্রে ও আত্মীয়তা-সূত্রে বদ্ধ হইয়া, আপনাকে চরিতার্থ মনে করিলেন। উত্তরা অভিমত স্বামী প্রাপ্ত হইয়া আহ্লাদ-সাগরে নিমগ্ন হইলেন। কিছুকাল বিরাটনগরী বিবাহোৎসবে আনন্দময় রহিল।





ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

এইরূপে কিয়ৎকাল পরম সুখে অতিবাহিত হইল। নিমন্ত্রিত আত্মীয়-স্বজনগণের মধ্যে অনেকে স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে, যুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণ, বিরাট, দ্রুপদ প্রভৃতি ঘনিষ্ঠ আত্মায়গণের সহিত পুনরায় রাজ্য-প্রাপ্তির পরামর্শ করিতে লাগিলেন। অবশেষে উভয় পক্ষে সন্ধিস্থাপনের জন্য একজন বিশ্বস্ত দূত প্রেরণ করা স্থির হইল। তদনুসারে দ্রুপদের পুরোহিত হস্তিনাপুরে দূতরূপে প্রেরিত হইলেন। নীতিজ্ঞ পুরোহিত কুরুরাজধানীতে উপস্থিত হইলে, প্রতিহারী রাজসভায় সংবাদ প্রদান করিল,—"মহারাজ! একজন বয়োবৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বিরাট-নগর হইতে

পাণ্ডবদিগের সংবাদ লইয়া দ্বারদেশে দণ্ডায়মান আছেন। অনুমতি হইলে সভাস্থলে আনয়ন করি।” ধৃতরাষ্ট্র তাঁহাকে সভায় আনিতে অনুমতি প্রদান করিলে, প্রতিহারী পঞ্চালরাজ-পুরোহিতকে সঙ্গে করিয়া সভামধ্যে পুনঃ প্রবেশ করিল। কৌরবগণ ব্রাহ্মণের যথোচিত অভ্যর্থনাদি করিলে, তিনি সভামধ্যে আসন পরিগ্রহ করিয়া, স্বীয় আগমন-প্রয়োজন জ্ঞাপন করিলেন এবং সর্ব্বসমক্ষে অতি কঠোর ভাষায় দুর্য্যোধনের ভৎর্সনা ও পাণ্ডবদিগের গুণকীর্ত্তন করিয়া, যুধিষ্ঠিরের নিমিত্ত অর্দ্ধরাজ্য প্রার্থনা করিলেন।

ধীরপ্রকৃতি, মহামতি ভীষ্ম ব্রাহ্মণের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন,—“মহাশয়! আপনি যাহা কহিলেন, তাহার যাথার্থ্য বিষয়ে আমার অণুমাত্রও সন্দেহ নাই; কিন্তু আপনার বাক্য সাতিশয় কঠোর বোধ হইল। বোধ হয়, ব্রাহ্মণ-সুলভ চপলতার বশবর্ত্তী হইয়াই আপনি এইরূপ উগ্রতার পরিচয় দিয়াছেন। অরণ্যবাস-নিপীড়িত পাণ্ডবগণ যে এক্ষণে ধর্ম্মতঃ পৈতৃক রাজ্যের অধিকারী, তদ্বিষয়ে

অণুমাত্র সন্দেহ নাই। ইহা পরম সৌভাগ্য ও আহ্লাদের বিষয় যে, তাঁহারা সংগ্রামাভিলাষ পরিত্যাগ করিয়া, সন্ধির প্রস্তাব করিয়াছেন।”

এই কথা বলিয়া ভীষ্ম বিরত হইলে, দুরাশয় কর্ণ, দুর্য্যোধনের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া, ভীষ্মের নিন্দা ও ব্রাহ্মণের বাক্যে অনাদর প্রকাশ করিতে লাগিলেন। কিন্তু অগাধ জলধি কি সামান্য বায়ুবেগে বিচলিত হয়? ধীরপ্রকৃতি ভীষ্ম কর্ণের চাপল্য ও কঠোর বাক্যে কিঞ্চিন্মাত্র ধৈর্য্যচ্যুত হইলেন না। তিনি ধীরভাবে কর্ণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—“হে কর্ণ! তুমি বৃথা আত্মগরিমা ও অহঙ্কার প্রকাশ করিতেছ বটে, কিন্তু তুমি কি পাণ্ডবদিগের বীরত্ব একবারে বিস্মৃত হইয়াছ? অর্জ্জুনের বীরত্ব কি তোমার মনে উদয় হয় না? নীতি-বিশারদ ব্রাহ্মণ যাহা বলিলেন, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই; আমাদের এই ব্রাহ্মণের প্রস্তাব অনুসারে কার্য্য করা সর্ব্বতোভাবে যুক্তিযুক্ত; যদি আমরা তদনুরূপ অনুষ্ঠান না করি, তাহা হইলে নিশ্চয় ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইবে। তৃতীয় পাণ্ডব ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য অর্জ্জুন

অদ্বিতীয় বীর ; সমরে তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হয়, এমন বীর অতি বিরল। আমি যতদূর বুঝিতে পারি, তাহাতে আমরা নিশ্চয় বিনষ্ট হইব এবং পাণ্ডবগণ বিজয়ী হইবে।"

ভীষ্ম এই প্রকার বলিয়া বিরত হইলে, ধৃতরাষ্ট্র দুর্য্যোধনের মতের বিরুদ্ধে কোনপ্রকার কার্য্য করিতে সাহস না করিয়া, নিজ প্রিয়পাত্র সঞ্জয়কে পাণ্ডবদিগের সমীপে প্রেরণ করিলেন। সঞ্জয় বিরাট-নগরে উপস্থিত হইলে, যুধিষ্ঠির তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করিয়া, পঞ্চপাণ্ডবের নিমিত্ত পাঁচখানি মাত্র গ্রাম লইয়া সন্ধিস্থাপনের প্রস্তাব করিলেন। সঞ্জয় হস্তিনাপুরে প্রত্যাগত হইয়া, ধৃতরাষ্ট্র-সমীপে সমস্ত কথা বলিলেন ; কিন্তু কিছুতেই দুর্য্যোধন সন্ধিস্থাপনে সম্মত হইলেন না। ধৃতরাষ্ট্রও দুর্য্যোধনকে বুঝাইতে যথোচিত চেষ্টা করিলেন না। এ দিকে দুর্য্যোধন সমরের আয়োজনে প্রবৃত্ত হইলেন।

অতঃপর সর্ব্বজনহিতাকাঙ্ক্ষী শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং পাণ্ডব-পক্ষের দূত হইয়া, সন্ধিস্থাপনার্থ হস্তিনাপুরে যাত্রা করিলেন। এই সময়ে ভীষ্ম ধৃতরাষ্ট্রকে বলিলেন,—

"দেখ, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং আমাদের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হইয়া হস্তিনায় আগমন করিতেছেন; আইস, আমরা তাঁহার প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শনপূর্ব্বক প্রত্যুদ্‌গমন করিয়া, তাঁহাকে সাদরে হস্তিনাপুরে লইয়া আসি।" কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র মহামতি ভীষ্মের প্রস্তাবে কর্ণপাত করিলেন না। ভীষ্ম অত্যন্ত আগ্রহের সহিত শ্রীকৃষ্ণকে সম্মান প্রদর্শন করিতে অনুরোধ করিলেন এবং আরও বলিলেন,—'দেখ, শ্রীকৃষ্ণের ক্ষমতা অসাধারণ এবং তাঁহার কর্ত্তব্যবুদ্ধি সর্ব্বাতিসারিণী। তিনি পক্ষপাতী হইয়া কদাপি কাহারও অপকার করিবেন না। আমার একান্ত অনুরোধ যে, তাঁহার পরামর্শ শুনিয়া পাণ্ডবদিগের সহিত সন্ধিস্থাপন কর। পিতৃহীন পাণ্ডবগণ তোমার ভ্রাতুষ্পুত্র এবং তুমি তাহাদের পিতৃস্থানীয়। অতএব তোমার কর্ত্তব্য যে, তুমি অপত্যনির্ব্বিশেষে তাহাদের লালনপালন কর।"

দুর্য্যোধন ভীষ্মের কথা আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিলেন; কিন্তু কিছুতেই সন্ধিস্থাপন করিতে তাঁহার ইচ্ছা হইল না। তিনি শ্রীকৃষ্ণকে নিজ রাজধানীতে

সমাগত দেখিয়া, তাঁহাকে বন্দী করিবার প্রস্তাব করিলেন। দুর্য্যোধনের এই দুরভিসন্ধি জানিতে পারিয়া, ভীষ্মের প্রকৃতিসিদ্ধ ধৈর্য্য বিচ্যুত হইল; তিনি ক্রোধভরে ধৃতরাষ্ট্রকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"হে কৌরবশ্রেষ্ঠ, তোমার এই দুর্ব্বৃত্ত পুত্রের নিতান্ত মতিভ্রম ঘটিয়াছে; আসন্ন বিপৎকালে যে লোকের বুদ্ধিভ্রংশ হয়, তাহা তুমি সবিশেষ অবগত আছ। দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন যদি শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অনিষ্টাচরণ করে, তাহা হইলে ত্রিভুবনে কেহই তাহাকে রক্ষা করিতে পারিবে না। শ্রীকৃষ্ণ আমাদের পরম আত্মীয়; বিশেষতঃ তিনি দূতভাবে আমাদের নিকট উপস্থিত; তাঁহার প্রতি অন্যায়াচরণ করা কোনক্রমে বিধেয় নহে।"

এ দিকে শ্রীকৃষ্ণ হস্তিনাপুরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দুর্য্যোধনের অনিচ্ছাসত্ত্বেও ধৃতরাষ্ট্র এবং ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতি ধর্ম্মাত্মগণ প্রত্যুদ্গমন করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে হস্তিনাপুরে লইয়া আসিলেন। তিনি নগরে উপস্থিত হইয়া, বয়োবৃদ্ধদিগকে অভিবাদন করিয়া, বিদুরের গৃহে কুন্তীদেবীর নিকট গমন করিয়া,

তাঁহার চরণবন্দনা পূর্ব্বক পাণ্ডবদিগের কুশল-বার্ত্তা জ্ঞাপন করিলেন। ভীষ্ম ও দ্রোণ যথাসাধ্য শ্রীকৃষ্ণের অভ্যর্থনা করিতে লাগিলেন এবং তিনি প্রীত হইয়া শিষ্টতাপ্রদর্শনপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে বিদায় দিলেন। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ বিশ্রামাগারে গমন পূর্ব্বক ক্লান্তি দূর করিলেন এবং ভীষ্ম-প্রেরিত নানাবিধ উপাদেয় বস্তু ভোজন করিয়া, শয়নাগারে গমনপূর্ব্বক সুখ-নিদ্রায় রজনীযাপন করিলেন।

পরদিন যথাসময়ে ভীষ্ম-দ্রোণ-কর্ণ-প্রমুখ রাজ্যের প্রধান প্রধান সেনাপতি ও অমাত্যগণ সভাস্থলে সমবেত হইলে, শ্রীকৃষ্ণ তথায় গমন করিলেন এবং আসন পরিগ্রহ করিয়া, দুর্য্যোধন-সমীপে সন্ধির প্রস্তাব করিলেন। মহামতি ভীষ্ম শ্রীকৃষ্ণের প্রস্তাবের সমর্থন করিয়া, দুর্য্যোধনকে বলিলেন,—"বৎস! কৌরব ও পাণ্ডবগণের হিতাকাঙ্ক্ষী মহাত্মা যাদব-শ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বসমক্ষে যাহা বলিলেন, তুমি সেইরূপ কার্য্য করিয়া সকলের প্রীতিভাজন হও। শ্রীকৃষ্ণ ধর্ম্মসঙ্গত কথাই বলিয়াছেন; তুমি তাঁহার প্রস্তাবে অনুমোদন কর। তুমি সকল কার্য্যেই

কর্ণের পরামর্শ গ্রহণ করিয়া থাক,—আমাদের সদুপদেশে কর্ণপাত কর না; এক্ষণে তুমি শ্রীকৃষ্ণের কথায় উপেক্ষা প্রকাশ করিলে, বিশেষ অনিষ্টাপাত ঘটিবে। তোমার দুর্ব্যবহারে কুরুকুল-রাজলক্ষ্মী অন্তর্হিতা হইবেন; তোমার দর্পে ও বৃথাভিমানে কুরুকুল নির্ম্মূল হইবে। এখনও ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির সমর-সজ্জার আয়োজন করিতে আদেশ প্রদান করেন নাই। মহারথ অর্জ্জুন গাণ্ডীবে শরযোজনা করেন নাই। তুমি যুধিষ্ঠিরের নিকট গমন করিয়া, সন্ধির প্রস্তাবে সম্মত হও; তিনি তোমার সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করিবেন। সমস্ত কুরুরাজ্যে শান্তি স্থাপিত হইবে।"

অনন্তর মহামনস্বী ভীষ্ম ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া পুনরায় দুর্য্যোধনকে সম্বোধন পূর্ব্বক স্নিগ্ধ-গম্ভীরস্বরে কহিতে লাগিলেন,—"দেখ, মনুষ্য কিরূপ ভিন্ন প্রকৃতি। আমি অবলীলাক্রমে যে রাজ্য পরিত্যাগ করিয়াছি, তুমি সেই রাজ্যের জন্য অসঙ্কোচে ভয়াবহ ভ্রাতৃ-বিরোধে প্রবৃত্ত হইতেছ। ইহা অপেক্ষা পরিতাপের বিষয় আর কি হইতে পারে? তুমি ইহা বিশেষরূপে

অবগত আছ যে, তোমার পিতা জন্মান্ধতা-প্রযুক্ত রাজ্যপ্রাপ্ত হন নাই; তৎপরিবর্ত্তে তোমার পিতৃব্য মহাত্মা পাণ্ডু সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। এক্ষণে নীতিশাস্ত্রানুসারে তাঁহার পুত্রগণও রাজ্যের অধিকারী হইতে পারেন, ইহা তোমার ন্যায় শাস্ত্রজ্ঞান-সম্পন্ন রাজাকে বুঝাইবার প্রয়োজন নাই। বৎস! তুমি কলহ-কামনা পরিত্যাগ করিয়া, তোমার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী আত্মীয়গণের পরামর্শের বশবর্ত্তী হও। কৌরব ও পাণ্ডব উভয়ই আমার নিকট সমানস্নেহের পাত্র। আমি তোমাদের মঙ্গল-কামনা করিয়াই এইরূপ কথা কহিতেছি। আমি যাহা কহিলাম, দ্রোণাচার্য্য ও বিদুরের অভিমতও সেইরূপ। আমার অনুরোধ এই যে, অনর্থকর ভ্রাতৃবিরোধে প্রবৃত্ত হইও না; পরস্পরের মধ্যে সৌহৃদ্য স্থাপন কর।"

কুরুকুল-হিতাকাঙ্ক্ষী, সাধুপ্রবর, মহামতি ভীষ্ম এই প্রকারে দুর্য্যোধনকে উপদেশ প্রদান করিয়া, তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলে, দূরদর্শী দ্রোণ, বিদুর প্রভৃতি অমাত্যগণ তাঁহার বাক্যের অনুমোদন করিয়া, দুর্য্যোধনকে পুনঃ পুনঃ যুদ্ধ হইতে বিরত

হইবার জন্য অনুরোধ করিলেন। কিন্তু দুষ্টমতি দুর্য্যোধন কাহারও বাক্যে কর্ণপাত করিলেন না। তিনি অম্লানবদনে ও অসঙ্কুচিত-চিত্তে শ্রীকৃষ্ণকে কহিলেন যে, আমি জীবিত থাকিতে বিনাযুদ্ধে পাণ্ডবদিগকে সুতীক্ষ্ণ সূচ্যগ্রবিদ্ধ ভূমিও প্রদান করিব না। ধৃতরাষ্ট্রও পুত্রের মতের বিরুদ্ধে কার্য্য করিতে ইচ্ছা করিলেন না। শ্রীকৃষ্ণ অকৃতকার্য্য হইয়া, ভীষ্ম প্রভৃতির নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া, পাণ্ডবদিগের নিকটে প্রত্যাগমন করিলেন।





সপ্তম পরিচ্ছেদ।

শ্রীকৃষ্ণ বিফল-প্রযত্ন হইয়া প্রত্যাগমন করিলে পর, ভীষ্ম অবশ্যম্ভাবী দুর্নিবার আত্ম-বিরোধের ভবিষ্যৎ ফল ভাবিয়া মর্ম্মাহত হইলেন। যাহাতে এই আত্ম-বিরোধ না ঘটে, তিনি তজ্জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং ভাবিয়াছিলেন, যখন স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ দৌত্য গ্রহণ করিয়াছেন, তখন নিশ্চয়ই সন্ধি স্থাপিত হইবে। তিনি শ্রীকৃষ্ণের প্রস্তাব সমর্থন করিয়া, দুর্য্যোধনকে পাণ্ডবদিগের প্রাপ্য রাজ্যাংশ প্রদান করিতে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিয়াছিলেন এবং যখন দুর্য্যোধন কর্ণের দুষ্ট পরামর্শের অনুবর্ত্তী হইয়া, সন্ধিস্থাপনে অনাদর প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তখন

তিনি তাঁহাকে ভ্রাতৃ-বিরোধের ভাবী অমঙ্গল-জনক ফলপ্রদর্শনপূর্ব্বক শান্ত করিতে যত্নবান্ হইয়াছিলেন। কিন্তু দুর্য্যোধন কাহারও পরামর্শ না শুনিয়া, যুদ্ধের আয়োজন করিতে লাগিলেন। অবিলম্বে উভয় পক্ষের মিত্র ও আত্মীয় নৃপতিগণ নিজ নিজ সৈন্য-সামন্ত লইয়া, সুবিস্তৃত কুরুক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতি দুর্য্যোধনের পক্ষ পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না। শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডব-পক্ষ অবলম্বন করিয়া, অর্জ্জুনের রথের সারথি হইলেন।

দুর্য্যোধন বীরশ্রেষ্ঠ ভীষ্মকে প্রথমে সেনাপতি-পদে বরণ করিবার প্রস্তাব করিলেন; ভীষ্ম কুরুরাজের অন্নে প্রতিপালিত; অতএব তাঁহার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে পারিলেন না; কিন্তু তিনি মনে মনে পাণ্ডবদিগের জয় কামনা করিতে লাগিলেন। তিনি দুর্য্যোধনকে বলিলেন,—"আমি তোমার পক্ষে থাকিয়াই যুদ্ধ করিব; কিন্তু কদাপি অন্যায় যুদ্ধ করিব না।" তৎপরে তিনি উভয়পক্ষকে সমবেত করিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করাইলেন যে, সমবল ব্যক্তিরাই পরস্পর দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন; যুদ্ধকালে কেহ কোন

প্রকার প্রতারণা অবলম্বন করিতে পারিবে না ; যুদ্ধ-শেষে পরস্পরের মধ্যে পুনঃ প্রীতি স্থাপিত হইবে।

উভয়পক্ষ এইরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলে, মহাবীর অর্জ্জুন সমরক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া পরম ভক্তিভাজন আচার্য্য দ্রোণ এবং অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনগণকে যুদ্ধার্থ সমাগত দর্শন করিয়া নিজ সারথি শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন,—"হে মিত্র! আমার সম্মুখে পলিতকেশ—পিতামহ ভীষ্ম রণবেশে দণ্ডায়মান। আমার মুখ বিশুষ্ক, শরীর অবসন্ন ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ শিথিল হইতেছে। আমি আর গাণ্ডীব ধারণ করিতে সমর্থ হইতেছি না। শৈশবে যিনি আমাদিগকে ক্রোড়ে করিয়া লালনপালন করিয়াছেন, এক্ষণে কিরূপে তাঁহার শরীরে অস্ত্র নিক্ষেপ করিব? আমি আর যুদ্ধ করিতে ইচ্ছুক নহি। আমি দেখিতেছি, এই দারুণ যুদ্ধে আমাদের আত্মীয়স্বজন সকলেই বিনষ্ট হইবে। যাঁহাদের লইয়া সুখ, তাঁহারা যুদ্ধে নিহত হইলে, আর কি রহিল! আমি তাঁহাদের শরীরে অস্ত্রপাত করিতে পারিব না। দুর্য্যোধন সমগ্র রাজ্য ভোগ করুক; আমি যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত

হইলাম।” এই বলিয়া তিনি শরাসন পরিত্যাগ করিয়া, বিষণ্ণবদনে রথোপরি উপবিষ্ট রহিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের চিত্তের তথাবিধ বিকৃতভাব পরিজ্ঞাত হইয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা দিবার অভিপ্রায়ে কহিলেন,—“হে সখে! শৌর্য্য, তেজ, ধৃতি, দক্ষতা, যুদ্ধে অপরাঙ্মুখতা ও দান প্রভৃতি ক্ষত্রিয়ের স্বাভাবিক কর্ম্ম। মনুষ্য স্ব স্ব কর্ম্মে নিরত হইলে সিদ্ধিলাভ করে। সম্যক্‌রূপে অনুষ্ঠিত পরধর্ম্ম অপেক্ষা অঙ্গহীন হইলেও স্বধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ; স্বভাব-বিহিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে, দুঃখভোগ করিতে হয় না। যেমন ধূমরাশি দ্বারা হুতাশন সমাচ্ছন্ন থাকে, তদ্রূপ সমস্ত কার্য্যই দোষাছন্ন; অতএব স্বাভাবিক কার্য্য দোষ-যুক্ত হইলেও কদাচ পরিত্যাজ্য নহে। যদি তুমি ‘যুদ্ধ করিব না’ এইরূপ অধ্যবসায় কবিয়া থাক, তাহা হইলে, তুমি নিতান্ত ভ্রমে পতিত হইয়াছ; কারণ, ক্ষত্রপ্রকৃতিই তোমাকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করিবে। তুমি মোহবশতঃ এক্ষণে যে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছ না, তোমাকে ক্ষত্রিয়সুলভ শূরতার বশীভূত হইয়া, তাহা অবশ্যই অনুষ্ঠান করিতে হইবে।” এই সকল উপ-

দেশবাক্য শ্রবণে অর্জ্জুন কহিলেন,—"হে কৃষ্ণ! তোমার অনুগ্রহে মোহান্ধকার নিরাকৃত হওয়াতে, আমি কর্ত্তব্যজ্ঞান লাভ করিয়াছি; এক্ষণে তুমি যাহা কহিলে, আমি তদনুরূপ কার্য্য করিব।"

অতঃপর মহাবীর যুধিষ্ঠির বিনীতবেশ ধারণ পূর্ব্বক পিতামহ ভীষ্মের নিকট উপস্থিত হইয়া, তাঁহার চরণবন্দনা করিয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, —"আর্য্য! আমাদের মধ্যে যে ঘোরতর বিবাদ উপস্থিত হইয়াছে, ইহার ভয়াবহ পরিণাম চিন্তা করিলে, শরীর শিহরিয়া উঠে। আপনার আশীর্ব্বাদ এবং আপনার সহিত যুদ্ধ করিবার অনুমতি-প্রাপ্তির আশায়, আপনার নিকট উপস্থিত হইলাম; আপনি প্রসন্নচিত্তে অনুমতি প্রদান করুন।"

ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরের বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রীতি-বিস্ফারিত-নেত্রে তাঁহাকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক কহিলেন, —"বৎস! তুমি যে আমার নিকট অনুমতি-গ্রহণার্থ আগমন করিয়াছ, তাহাতে আমি পরম প্রীতিলাভ করিলাম এবং অনুমতি প্রদান করিতেছি, তুমি অসঙ্কুচিতচিত্তে ক্ষত্রিয়-ধর্ম্ম পালন কর। আমি

কুরুরাজের অন্নে প্রতিপালিত হইয়া আসিতেছি। একণে আমার বার্দ্ধক্য-দশা উপস্থিত। মনুষ্য অন্নের দাস। তোমাদের উভয় পক্ষই আমার তুল্যরূপ স্নেহভাজন; কিন্তু তুমি অনায়াসেই বুঝিতে পার যে, যাঁহাদের অন্নে আমি জীবনধারণ করিতেছি, তাঁহাদের পক্ষ অবলম্বন করাই আমার পক্ষে একান্ত কর্ত্তব্য। প্রতিপালক প্রভুর আজ্ঞানুবর্ত্তী না হইলে, ধর্ম্মভ্রষ্ট হইতে হয়। আশীর্ব্বাদ করি, তোমরা ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম পালন করিয়া সর্ব্বত্র বিজয়ী ও যশোভাগী হও; তোমাদের প্রতিপক্ষ অবলম্বন করিয়াছি বলিয়া আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হইও না"

ভীষ্ম এই বলিয়া বিরত হইলে, যুধিষ্ঠির তাঁহার চরণবন্দনা ও অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক শিবিরে প্রত্যাগত হইয়া, ভ্রাতৃগণ-সমীপে আদ্যন্ত বর্ণন করিলেন। পিতামহের অনুমতি ও আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হইয়া, যুধিষ্ঠির আপনাকে কৃতার্থ মনে করিলেন।



অষ্টম পরিচ্ছেদ।

নির্দ্দিষ্ট দিবসে উভয় পক্ষ প্রসিদ্ধ কুরুক্ষেত্রে পরস্পর সম্মুখীন হইলে, তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। মহাবীর ভীষ্ম সেনাপতিত্ব গ্রহণ করিয়া, দশ দিন অদ্ভুত বলবিক্রম প্রদর্শন করিয়া যুদ্ধ করিলেন। পাণ্ডব-পক্ষীয় কোন বীরই বৃদ্ধকে ক্ষণকালের জন্য যুদ্ধে বিমুখ করিতে পারিলেন না। ভীষ্ম বয়োবৃদ্ধ হইলেও এরূপ তেজস্বিতা সহকারে স্বকীয় শৌর্য্যবীর্য্য প্রকাশ করিতে লাগিলেন যে, সমস্ত বীর-মণ্ডলী তাহাতে চমৎকৃত হইলেন। অপর পক্ষে বীরবর অর্জ্জুন অসামান্য বীরত্ব প্রকাশ করিয়া, লঘুহস্তে শরনিক্ষেপ করিয়া, বিপক্ষ সৈন্যদিগকে

আকুল করিয়া তুলিলেন। চতুর্দ্দিকে সৈন্যকোলাহলে, মুমূর্ষুগণের আর্ত্তনাদে, অশ্বের হ্রেষারবে, করিকুলের বৃংহিত-নাদে, রথচক্রের ঘর্ঘরশব্দে রণভূমি আকুলিত হইয়া উঠিল। উভয়পক্ষ ধর্ম্মযুদ্ধ হইতে কোনরূপে বিচ্যুত হইল না। সমবলে সমবলে যুদ্ধ হইতে লাগিল। নিজ নিজ বল ও যোগ্যতা অনুসারে রথী রথীর সহিত, অশ্বারোহী অশ্বারোহীর সহিত এবং পদাতি পদাতির সহিত ন্যায়যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। সকলেই পলায়ন-পর ও ভয়-কাতর ব্যক্তিকে আক্রমণ করিতে বিরত রহিলেন। সকলেই বর্ষীয়ান্ মহামতি ভীষ্মের প্রতিষ্ঠিত নিয়মের অনুবর্ত্তন করিয়া, কুরুক্ষেত্রের মহাসমরে বীরধর্ম্মের সম্মান রক্ষা করিলেন। যিনি পিতৃভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন-পূর্ব্বক দার-পরিগ্রহে বিমুখ হইয়া স্বকীয় ধর্ম্মতঃ প্রাপ্য সাম্রাজ্য পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তাঁহারই প্রভাবে এক্ষণে কুরুক্ষেত্রের মহাসমরে ধর্ম্মের প্রাধান্য স্থাপিত হইল।

মহাবীর ভীষ্ম অসাধারণ বীরত্ব প্রকাশ করিয়া পাণ্ডব-পক্ষের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তাঁহার

পরাক্রম দর্শনে পাণ্ডবগণ ভীত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ জানিতেন যে, ভীষ্ম ক্লীব ও স্ত্রীর প্রতি শরনিক্ষেপ করেন না; এইজন্য তিনি দশম দিবসে শিখণ্ডীকে রথে উপবেশন করাইয়া ভীষ্মের প্রতি বাণ বর্ষণ করিতে বলিলেন। বীরশ্রেষ্ঠ ভীষ্ম শিখণ্ডীর তীক্ষ্ণশরে আহত হইলেও, তাহার প্রতি অস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন না; এদিকে অর্জ্জুন তাঁহার প্রতি অস্ত্রনিক্ষেপ করিয়া, তাঁহাকে জর্জ্জরিত-কলেবর করিয়া তুলিলেন। ভীষ্ম অবিরত উভয়ের শরে আহত হইলেও, স্বয়ং শরপ্রয়োগে বিরত রহিলেন। তিনি নিদারুণ শরাঘাতে ক্রমশঃ অবসন্ন-কলেবর হইয়া পড়িলেন এবং সায়ংকালে মূর্চ্ছিতাবস্থায় রথ হইতে পতিত হইলেন। তাঁহার শরীর শরজালে এরূপ বিদ্ধ হইয়াছিল যে, তিনি পতিত হইয়া শরের উপরেই শয়ান রহিলেন।

পিতামহ ভীষ্ম দশ দিন ভীষণ যুদ্ধ করিয়া, রথ হইতে পতিত হইলে পর, পাণ্ডব ও কৌরবগণ অস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া সকলেই তাঁহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি পৌত্রগণকে

সমীপে দণ্ডায়মান দেখিয়া, নিজ মস্তক রক্ষার জন্ম উপাধান চাহিলেন। ইহা শুনিয়া দুর্য্যোধন অতি কোমল উপাধান আনিয়া দিলেন; কিন্তু ভীষ্ম ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন,—"বৎস! এই উপাধান আমার বর্ত্তমান শয্যার উপযুক্ত নহে।"

অনন্তর তিনি অর্জ্জুনের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন। অর্জ্জুন পিতামহের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া, বিনীতভাবে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"হে পিতামহ! আমাকে কি আদেশ করিতেছেন?" ভীষ্ম বলিলেন,—"হে ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য! দেখ, আমার শরীর শরশয্যায়; কিন্তু আমার মস্তক নিরবলম্ব রহিয়াছে; তুমি আমাকে উপযুক্ত উপাধান প্রদান কর।" অর্জ্জুন কার্ম্মুকে শর যোজনা করিয়া, পঞ্চবাণ দ্বারা তাঁহার মস্তকের পশ্চাদ্ভাগ বিদ্ধ করিয়া দিলেন; ঐ শর সকল ভীষ্মের উপাধানস্থানীয় হইল। ভীষ্ম অর্জ্জুনের সময়োচিত কার্য্যে অতিমাত্র প্রীত হইয়া কহিলেন,—"বৎস! তুমি আমাকে উপযুক্ত উপাধান প্রদান করিয়াছ।"

অনন্তর ভীষ্ম সমাগত রাজমণ্ডলীকে সম্বোধন

করিয়া বলিলেন,—'সূর্য্যের উত্তরায়ণ না হওয়া পর্য্যন্ত আমি এই শরশয্যাতেই শয়ান থাকিব; দিবাকর উত্তরায়ণে গমন করিলে, আমি দেহত্যাগ করিব।" পরে তিনি তাঁহাদিগকে পুনঃ পুনঃ যুদ্ধ হইতে বিরত হইতে বলিলেন।

এদিকে দুর্য্যোধন ক্ষতপ্রতীকার-কোবিদ্ ও বাণোদ্ধরণ-কুশল চিকিৎসকদিগকে নানা স্থান হইতে আনয়ন করিয়া, ভীষ্মের নিকট উপস্থিত করিলে, তিনি তাঁহাদিগকে দেখিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন,—"বৎস দুর্য্যোধন, তুমি আমার যাতনা-প্রতীকারের জন্য বৃথা কেন এত চেষ্টা করিতেছ? আমার চিকিৎসার কোন প্রয়োজন নাই; আমি এই ভাবেই এই নশ্বর দেহ ত্যাগ করিতে মানস করিয়াছি; তুমি ইহাদিগকে অর্থ দ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া স্ব স্ব স্থানে প্রতিগমন করিতে বল। আমার যেরূপ দশা উপস্থিত, তাহাতে চিকিৎসা দ্বারা প্রতীকারের কোন সম্ভাবনা নাই; আমার সমস্ত শরীর শরানলে দগ্ধ হইতেছে; আমি ক্ষত্রিয়োচিত কার্য্য করিয়া পরম গতি লাভ করিয়াছি। আমার প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধার নিমিত্ত আমি তোমাকে সর্ব্বান্তঃকরণে

আশীর্ব্বাদ করিতেছি। সন্ধ্যা সমাগতপ্রায়, তোমরা নিজ নিজ শিবিরে গমন করিয়া রাত্রিযাপন কর।”

ভীষ্মের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া, কৌরব, পাণ্ডব ও অন্যান্য রাজগণ তাঁহার চরণে প্রণাম করিয়া, স্বস্ব শিবিরে প্রতিগমনপূর্ব্বক সোদ্বেগ-চিত্তে রাত্রিযাপন করিলেন। পরদিন প্রভাত-সময়ে তাঁহারা পুনরায় পিতামহ ভীষ্মসমীপে গমন করিয়া দেখিলেন যে, তিনি সমভাবে শরশয্যায় শয়ান রহিয়াছেন। অন্তর্দ্দাহ নিমিত্ত মুখে কোনরূপ অপ্রসন্নভাবের বিকাশ নাই; তিনি বীরশয্যায় প্রশান্তভাবে ধ্যানস্থ রহিয়াছেন। তাঁহার এই প্রকার অদ্ভুত ভাব দেখিয়া, সমাগত বীরগণ বিস্মিত হইয়া দণ্ডায়মান রহিলেন। ক্ষণকাল পরে, ভীষ্ম চক্ষুরুন্মীলন করিয়া তাঁহাদিগের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া দেখিলেন যে, সকলেই তাঁহার নিমিত্ত নানাবিধ সুখাদ্য বস্তু লইয়া উপস্থিত হইয়াছেন। তিনি তাঁহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন,—“বৎসগণ! আমি এক্ষণে মৃত্যুশয্যায় শায়িত; শীঘ্রই মর্ত্ত্যধাম ত্যাগ করিব; অতএব কোনরূপ ভোগ্যবস্তু গ্রহণ করিতে

ইচ্ছা করি না। পিপাসায় আমার গলদেশ শুষ্কপ্রায়; আমায় কিঞ্চিন্মাত্র বিশুদ্ধ পানীয় প্রদান কর।"

ইহা শুনিয়া দুর্য্যোধন তৎক্ষণাৎ সুবর্ণপাত্র-স্থিত সুগন্ধ সুশীতল পানীয় লইয়া, তাঁহাকে প্রদান করিতে উদ্যত হইলে, তিনি অর্জ্জুনের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কহিলেন,—"হে মহাবীর ধনঞ্জয়! পিপাসায় আমার কণ্ঠ শুষ্কপ্রায়; তুমি আমাকে আমার উপযুক্ত পানীয় প্রদান কর।"

ভীষ্মের অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া, মহাবীর অর্জ্জুন গাণ্ডীবে শরযোজনা করিয়া, ভীষ্মের শয্যাপার্শ্বস্থ পৃথ্বীতল বিদারিত করিয়া ফেলিলেন; তৎক্ষণাৎ ভূগর্ভ হইতে সুশীতল নির্ম্মল জলধারা উদ্গত হইয়া, ভীষ্মের মুখে পতিত হইতে লাগিল। ভীষ্ম সেই সুশীতল বারি পান করিয়া তৃপ্তিলাভ করিলেন।

অনন্তর তিনি অর্জ্জুনের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া, তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন,—"বৎস! তোমার অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা ও বীরত্ব দেখিয়া আমি পরম পরিতোষ লাভ করিলাম। তোমার বীরত্ব আমার নিকট অবিদিত নহে। তোমার

সহিত যুদ্ধে সমকক্ষ হইতে পারে, এরূপ বীর ভূমণ্ডলে দৃষ্ট হয় না। আমি দুর্য্যোধনকে বহুবার এই যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইয়া, সন্ধিস্থাপনের জন্য অনুরোধ করিয়াছিলাম; কিন্তু কিছুতেই সে আমার উপদেশবাক্যে কর্ণপাত করিল না। যে ব্যক্তি বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তিগণের পরামর্শ না লইয়া কার্য্য করে, যে পদে পদে বিপদে পতিত হয়। এই যুদ্ধের ভাবী পরিণাম যে কি ভয়াবহ, তাহা চিন্তা করিলে, শরীর ও মন অবসন্ন হয়। যে পক্ষ ধর্ম্মপথ অবলম্বন করিয়া চলিবে, সেই পক্ষই জয়লাভ করিবে। সর্ব্বজন-হিতাকাঙ্ক্ষী বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং হস্তিনায় আগমনপূর্ব্বক সন্ধির প্রস্তাব করিয়া, দুর্য্যোধনকে অনেক প্রকার বুঝাইয়াছিলেন; কিন্তু সে কিছুতেই সন্ধিস্থাপন করিতে সম্মত হইল না। যে ব্যক্তি বয়োবৃদ্ধ ও জ্ঞানবৃদ্ধ ব্যক্তিদিগের পরামর্শ শ্রবণ না করে, তাহার আরব্ধ কার্য্যের পরিণাম কখনই শুভজনক হয় না।"

এই সকল কথা বলিয়া, মহামতি ভীষ্ম বিরত হইলে, অর্জ্জুন ও অপর পাণ্ডবগণ তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গ

প্রণিপাত করিয়া, শিবিরে প্রত্যাগমন করিলেন। দুর্য্যোধন মনে মনে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইলেন; এবং গভীর বিষাদগ্রস্ত হইয়া, গম্ভীরভাবে তথায় দণ্ডায়মান রহিলেন।

ভীষ্ম তাঁহাকে বিষণ্ণবদন দেখিয়া বলিলেন,—"বৎস! আমার কথায় দুঃখিত হইও না; আমি চিরকাল তোমাদের অন্নে প্রতিপালিত হইয়া, সর্ব্বদা তোমাদেরই হিতকামনা করিয়াছি। কুরুকুলের মঙ্গলকামনায় আমার এই নশ্বর জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলাম। আমি রাজাধিরাজ-তনয়; যৌবনে ভোগবাসনা পরিত্যাগ করিয়া, তোমাদের মঙ্গলকামনায় সেবকভাবে নিযুক্ত ছিলাম। অদ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম সমাধান করিয়া, তোমাদের ঋণ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া, দেহপাত করিলাম। তুমি স্বচক্ষে পার্থের বীরত্ব অবলোকন করিলে। আমার ধারণা, তুমি কিছুতেই পাণ্ডবদিগকে যুদ্ধে পরাজিত করিতে পারিবে না। তোমরা এ পর্য্যন্ত যে সকল যুদ্ধ করিলে, তাহাতেই কুলক্ষয়কর এই মহাসমর পর্য্যবসিত হউক। পিতা পুত্রকে, ভ্রাতা ভ্রাতাকে,

বন্ধু বন্ধুকে পাইয়া সন্তুষ্টমনে গৃহে প্রতিগমন করুক। ভীষ্মের মৃত্যুর সহিত এই দারুণ যুদ্ধের অবসান হউক।"

এই বলিয়া মহাবীর ভীষ্ম যোগমার্গ অবলম্বন করিয়া যথাকালে নশ্বরদেহ ত্যাগ করিলেন। ঈদৃশ স্বার্থত্যাগী, পিতৃভক্ত, সত্যসন্ধ মহাপুরুষ জগতীতলে আর জন্মগ্রহণ করেন নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; বোধ হয়, এই সকল সদ্‌গুণ শিক্ষা দিবার নিমিত্তই তিনি ভূমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কি অদ্ভুত পিতৃভক্তি! তিনি পিতার পরিতোষ-সাধনার্থ যৌবনে সর্ব্ববিধ ভোগেচ্ছা পরিত্যাগপূর্ব্বক যাবজ্জীবন ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া, প্রকৃত যোগীর ন্যায় জীবনযাপন করিলেন; এবং অসাধারণ বীরত্ব-সম্পন্ন হইয়াও সত্যপ্রতিজ্ঞতার সম্মান-রক্ষার নিমিত্ত অন্যদীয় আনুগত্য স্বীকার করিতেও পরাঙ্মুখ হইলেন না। রাজাধিরাজের একমাত্র পুত্র, স্বয়ং অদ্বিতীয় বীরত্বসম্পন্ন অপর কোন ব্যক্তিই তাঁহার ন্যায় যাবজ্জীবন পরসেবায় কালযাপন করেন নাই। পৃথিবীতে অনেক বীর জন্মগ্রহণ করিতে পারেন,

অনেক প্রতিভাশালী ব্যক্তি থাকিতে পারেন, অনেক সত্যনিষ্ঠ মহাত্মা আবির্ভূত হইতে পারেন,—কিন্তু ভীষ্মের ন্যায় স্বার্থত্যাগী ও চিরকৌমারব্রতধারী কোন রাজপুত্র অদ্যাপি ধরণীমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করেন নাই। কতকাল অতীত হইয়া গেল, কত কত মহাপুরুষ আবির্ভূত ও তিরোহিত হইলেন ; কিন্তু একাল পর্য্যন্ত কেহই এই মহাপুরুষের অসামান্য অবদান-পরম্পরা অতিক্রম করিতে পারেন নাই। প্রলয়কাল পর্য্যন্ত এই মহাপুরুষের কীর্ত্তিকলাপ জগতীতলে জাজ্বল্যমান থাকিবে। বোধ হয়, পৃথিবীর কোন স্থানে, কোন কালে তাঁহার ন্যায় পিতৃভক্ত, স্বার্থত্যাগী, ব্রহ্মচারী, বীরপুরুষ জন্মগ্রহণ করেন নাই।





নবম পরিচ্ছেদ।

মহাবীর ভীষ্মদেবের নশ্বর দেহ ত্যাগের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে, মহারাজ যুধিষ্ঠির ধর্ম্মতত্ত্ব-জিজ্ঞাসু হইয়া, তৎসমীপে গমনপূর্ব্বক বিনীতভাবে তদীয় চরণ-বন্দনা করিয়া দণ্ডায়মান রহিলেন। ভীষ্ম স্নেহভরে ধর্ম্মরাজের মস্তকাঘ্রাণ করিয়া, তাঁহাকে উপবেশনার্থ অনুজ্ঞা করিলেন; অনন্তর মধুরস্বরে ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন;—"বৎস! আমি যাহা বলিতেছি, অতি সাবধান হইয়া তাহা শ্রবণ কর। তাহা হইলেই তুমি যশস্বী হইয়া রাজত্ব করিতে পারিবে।

সর্ব্বাগ্রে প্রকৃতিবর্গের প্রীতি-সম্পাদনের নিমিত্ত

রাজার যথাবিধি যত্ন করা উচিত। যোগ্য-ব্যক্তিকে পুরস্কৃত করিয়া, তদ্দ্বারা কার্য্যসাধনার্থ প্রযত্ন করাই রাজার অবশ্য-কর্ত্তব্য। পৌরুষশূন্য দৈবকার্য্য তাদৃশ ফলোপধায়ক হয় না। দৈব ও পুরুষ-কার এই উভয়েরই প্রভাব তুল্য; তন্মধ্যে প্রত্যক্ষ ফল উৎপন্ন করে বলিয়া, পৌরুষই শ্রেষ্ঠ; আর ফলসিদ্ধির দ্বারা নির্ণীত হয় বলিয়া, দৈবকে পুরুষকার অপেক্ষা কিঞ্চিৎ ন্যূন বলিয়া গণনা করা যায়। কার্য্য আরম্ভ করিলে, যদি কোন ব্যাঘাত জন্মে, তাহাতে কিছুমাত্র সন্তপ্ত হইও না; প্রত্যুত যাহাতে কার্য্য সুসিদ্ধ হয়, তদ্বিষয়ে একান্ত যত্ন করিবে। পণ্ডিতগণের মতে উহাই ভূপতি-দিগের কার্য্যসম্পাদনের একমাত্র উপায়।

সত্যব্যতীত ভূপালগণের ফলসিদ্ধির কোন সম্ভাবনা নাই। সত্য অপেক্ষা রাজার বিশ্বাসের কারণ আর কিছুই নাই। সচ্চরিত্র, বদান্য, শান্তপ্রকৃতি, ধর্ম্মপরায়ণ, জিতেন্দ্রিয় রাজা কদাচ শ্রীভ্রষ্ট হন না। সমস্ত কার্য্যে সরলভাব অবলম্বনপূর্ব্বক সত্য বাক্য প্রয়োগ করিবে।

রাজা অতিশয় মৃদু-স্বভাব হইলে, লোকে তাঁহার পরাভব করিয়া থাকে, এবং অতিশয় উগ্রস্বভাব হইলে, তাঁহাকে দেখিয়া সকলেই ভীত হয় ; অতএব নিতান্ত মৃদুভাব বা নিতান্ত উগ্রভাব অবলম্বন করা সর্ব্বতোভাবে অবিধেয়। রাজা ধার্ম্মিক ও সত্যবাদী হইলেই, প্রজারঞ্জনে কৃতকার্য্য হইতে পারেন। সর্ব্বদা ক্ষমাবান্ হওয়া রাজার বিধেয় নহে ; একান্ত ক্ষমাশীল রাজা নিতান্ত অধম বলিয়া পরিগণিত হন ; অতি নীচ ব্যক্তিও তাঁহার সম্মান করে না। অতএব নিয়ত মৃদু বা নিয়ত তীক্ষ্ণ হওয়া রাজার উচিত নহে। বসন্তকালীন সূর্য্যের ন্যায় অনতিমৃদু ও অনতিতেজস্বী হইয়া থাকাই বিধেয়।

ব্যসনে আসক্ত হওয়া ও অপরিমিত ব্যয় করা একান্ত অনুচিত। রাজা ব্যসনাসক্ত হইলে নিয়ত পরাভূত হন এবং নিতান্ত বিদ্বেষ-পরায়ণ হইলে, প্রজাদিগকে উদ্বেজিত করেন। ধর্ম্মপরায়ণ নরপতিগণ স্বীয় সুখস্বচ্ছন্দ পরিত্যাগপূর্ব্বক অনুক্ষণ প্রজাদিগের হিতসাধনে অবহিত থাকিবেন।

ধর্ম্মরাজ! তুমি কদাচ ধৈর্য্য পরিত্যাগ করিবে

না। ভৃত্যদিগের সহিত হাস্য-পরিহাস করিবে না; কারণ, তাহা হইলে উপজীবীরা প্রশ্রয় পাইয়া স্বামীর অবমাননা করে এবং আপনার কর্ত্তব্য কার্য্যে মনোযোগ করে না; কোন কার্য্য সম্পাদন করিতে আদেশ করিলে, উহা বাস্তবিক করিতে হইবে কি না, এ বিষয়ে সন্দিহান হয়; গোপনীয় বিষয় জানিবার চেষ্টা করে; অনুচিত বিষয়ে প্রার্থনা ও প্রভুর ভোজ্য বস্তু ভক্ষণ করে; অনেক সময় স্বামীর প্রতিও ক্রুদ্ধ হইয়া উঠে; উৎকোচ গ্রহণ ও বঞ্চনা দ্বারা কার্য্যহানি করিতে ত্রুটি করে না; কৃত্রিম পত্র-প্রেরণ দ্বারা রাজ্য বিনষ্ট করে; সতত প্রভুর বাক্যে প্রত্যুত্তর প্রদান করে; স্বামীকে ক্রুদ্ধ দেখিয়াও পরিহাস করে; সর্ব্বদা কেবল হাস্য-পরিহাস করিয়াই কালক্ষেপ করে; রাজার গুপ্ত মন্ত্রণাসকল প্রকাশ করিয়া দেয়; নির্ভয়ে অবজ্ঞাসহকারে প্রভুর আজ্ঞা পালন করে; বেতন-লাভে সন্তুষ্ট না হইয়া, রাজকর অপহরণ করে; সূত্রবদ্ধ পক্ষীর ন্যায় প্রভুকে লইয়া ক্রীড়া করিতে উৎসুক হয় এবং লোক-সমাজে 'রাজা আমাদের বাধ্য' বলিয়া গর্ব্ব

হয় না ; সংসার বিলুপ্তপ্রায় হইয়া যায় ; পাপাত্মারা সহজেই অন্যের ধনাদি হরণ করে ; রাজ্য অধর্ম্মে পরিপূর্ণ হয়।

হে ধর্ম্মরাজ! সদয়ভাবে দুগ্ধবতী গাভীকে দোহন করিলে, যেরূপ প্রচুর দুগ্ধ লাভ করা যায়, তদ্রূপ শাস্ত্রানুযায়ী উপায় অবলম্বনপূর্ব্বক রাজ্য-ভোগ করিলে, প্রচুর অর্থ-লাভ হইয়া থাকে। রাজ্য সদুপায় দ্বারা রক্ষিত হইলে, রাজকোষের বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা। জননী যেমন পরিতৃপ্ত হইয়া সন্তানগণকে স্তন্য প্রদান করেন, তদ্রূপ পৃথিবী রাজা কর্ত্তৃক সুরক্ষিত হইয়া, রাজা ও প্রজাগণকে প্রচুর পরিমাণে ধান্য ও হিরণ্য প্রদান করিয়া থাকেন। যদি তুমি ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন করিতে পার, তাহা হইলে, নিশ্চয়ই তোমার প্রভূত যশ ও অতুল কীর্ত্তি লাভ হইবে এবং তুমি সুখস্বচ্ছন্দে কালাতি-পাত করিতে পারিবে। প্রজারক্ষণে যত্নবান্ হওয়াই রাজার প্রধান ধর্ম্ম। প্রাণিগণের প্রতি দয়া প্রকাশ ও তাহাদিগের রক্ষণাবেক্ষণ করা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম আর নাই। এইজন্য ধর্ম্মজ্ঞ পণ্ডিতেরা প্রজা-

পালন-নিরত, দয়াবান্ নরপতিকে পরম ধার্ম্মিক বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন।

মহারাজ! রাজা কখনও একাকী রাজ্যশাসন করিতে সমর্থ হন না। সহায়-বল-ব্যতিরেকে কোন ব্যক্তিই অভাপ্সিত অর্থলাভ করিতে সমর্থ হয় না; যদিও কথঞ্চিৎ অর্থলাভ করিতে পারে, তাহা হইলে তাহা রক্ষা করা তাহার পক্ষে নিতান্ত সুকঠিন হয়। যাঁহার ভৃত্যগণ জ্ঞানবৃদ্ধ ও হিতৈষী; যাঁহার অমাত্য-গণ সদুপদেশ প্রদানে অবহিত, কালাকাল বিবেচনা করিতে সমর্থ, অতীত ভ্রমপ্রমাদাদির জন্য অনুতপ্ত এবং উৎকোচাদি দ্বারা অন্যের অনধিগম্য, তিনিই যথার্থ রাজ্যসুখ সম্ভোগ করিতে পারেন। যাঁহার নিকট অর্থী ও প্রত্যর্থীর বিচার যথার্থরূপে হইয়া থাকে এবং যিনি রাজধর্ম্মে পারদর্শিতা লাভ করিয়া, মানবগণকে আপনার বশে আনয়নপূর্ব্বক সন্ধিবিগ্রহাদির অনুষ্ঠান করেন, তিনিই রাজ্যভোগ করিতে সমর্থ হন। যে রাজা শাস্ত্রবিশারদ, ধর্ম্ম-পরায়ণ, ধীরস্বভাব এবং প্রজাপালন-তৎপর, তিনি অবসরক্রমে পুরুষকার প্রদর্শন করিতে পারেন।

যাঁহার অমাত্য অতি বিশ্বস্ত, যিনি সতত দুঃখিত ব্যক্তির দুঃখ-নিবারণ ও বিবেচনাপূর্ব্বক কার্য্যানুষ্ঠান করিয়া থাকেন, ভৃত্যগণ যাঁহার প্রতি প্রতিনিয়ত প্রীতিপ্রদর্শন করে, যিনি সতত ভৃত্যগণ ও প্রজাগণের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ এবং চরগণের সাহায্যে গূঢ় বৃত্তান্ত অনুসন্ধান করেন, তিনি সকলের সমাদর-ভাজন হন।

বৎস! যে রাজা আপনার কর্ম্মের উৎকৃষ্ট ফলভোগ ও প্রজারঞ্জন করিতে অভিলাষ করেন, তিনি কদাচ অনুপযুক্ত ভৃত্যকে উৎকৃষ্ট কার্য্যে নিযুক্ত করিবেন না। মূর্খ, ক্ষুদ্রাশয়, অজিতেন্দ্রিয় মনুষ্যকে রাজসম্পর্কীয় কার্য্যে নিযুক্ত করা, গুণগ্রাহী ভূপতির কদাপি বিধেয় নহে। সিংহকে পার্শ্বচর করা সিংহের কর্ত্তব্য। যে সিংহ নয়, সে যদি সতত সিংহের সহবাস করে, তাহা হইলে, তাহার প্রকৃতিও সিংহের ন্যায় হইয়া থাকে। কিন্তু সিংহ যদি কুকুরের সহবাস করিয়া, সিংহের কার্য্যে নিরত হয়, সে কদাচ সিংহের ন্যায় প্রকৃতি লাভ করিতে পারে না। ঐরূপ যে রাজা প্রতিনিয়ত বহুদর্শী, শূর, ও সৎকুল-

সম্ভূত ব্যক্তিদিগের সহবাস করিয়া থাকেন, তিনিই সমস্ত পৃথিবী অধিকার করিতে সমর্থ হন। যাহারা মূর্খ, কুটিল-স্বভাব ও দরিদ্র, তাহাদিগকে স্বীয় পার্শ্বে স্থান দান করা রাজার উচিত নহে।

হে নরপতে! সন্ধিস্থাপনপূর্ব্বক শত্রুর বিশ্বাস উৎপাদন এবং পরাক্রম প্রকাশ ও স্বীয় বুদ্ধি দ্বারা কার্য্যের যাথার্থ্য-নিরূপণ, আদর্শ ভূপতিদিগের অবশ্য-কর্ত্তব্য। বৃহস্পতি-তুল্য বুদ্ধিমান্ প্রাজ্ঞ ব্যক্তি দৈব-ক্রমে একবার নির্ব্বোধের ন্যায় কার্য্য করিয়া, জন-সমাজে নিন্দনীয় হইলে, অচিরাৎ সলিল-নিক্ষিপ্ত উত্তপ্ত লৌহের ন্যায় পুনরায় স্বীয় প্রকৃতি প্রাপ্ত হন। ধর্ম্মের অবিরোধে সমুদায় লোকের প্রিয়ানুষ্ঠান, রাজার অবশ্য-কর্ত্তব্য। প্রজাগণ যে রাজাকে আত্মীয় বলিয়া মনে করে, কোন শত্রু তাঁহার অপকার করিতে সমর্থ হয় না। ব্যবহার-সময়ে প্রিয় ও অপ্রিয়কে সমান জ্ঞান করিয়া, ধর্ম্মরক্ষা করাই নৃপতির প্রধান কার্য্য। যিনি স্বয়ং সমুদায় রাজকার্য্য পর্য্যবেক্ষণ ও আয়ব্যয় নিরূপণ করেন, বসুন্ধরা তাঁহাকেই বিপুল সম্পত্তি প্রদান করিয়া থাকেন। উপযুক্ত সময়ে

প্রজাগণের নিকট অর্থ গ্রহণ করিবে; মধুকর যেমন ক্রমে ক্রমে পুষ্প হইতে মধু আহরণ করে, রাজারও তদ্রূপ ক্রমশঃ অর্থ সঞ্চয় করা উচিত। শাস্ত্রজ্ঞ নৃপতি সহজে সঞ্চিত অর্থ ব্যয় করেন না।

হে মহারাজ! যে ব্যক্তি ধর্ম্ম ও অর্থ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক কেবল ভোগের অনুশীলন করেন, ক্রমশঃ তাঁহার বুদ্ধিনাশ হয়। রাজা যদি সেই সকল লোককে শাসন না করেন, তাহা হইলে গৃহস্থিত সর্পের ন্যায় তাঁহার নিকট হইতে সকলে ভীত হয়। রাজা সর্ব্বদা মধুর বাক্য ও হিতজনক কার্য্যদ্বারা সকলের সন্তোষসাধন, অন্যের গুণকীর্ত্তন এবং সকলের নিকট আত্মীয়তা প্রদর্শন করিবেন। রাজা এইরূপ আচার-পরায়ণ হইলে, সকলেরই আদর-ভাজন হন এবং তাঁহার সমুদায় পাপ নিরাকৃত হইয়া যায়, সন্দেহ নাই; গুরু লোকেরা যেরূপ ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিবেন, তদনুসারে কার্য্য করা তাঁহার অবশ্য-কর্ত্তব্য।

হে ধর্ম্মরাজ! আমি এক্ষণে সচ্চরিত্রতা ও তাহা প্রাপ্তির উপায় নির্দ্দেশ করিতেছি, অবধানতা সহ-

কারে শ্রবণ কর। কায়মনোবাক্যে কাহারও অনিষ্ট চিন্তা না করা এবং উপযুক্ত পাত্রে দান ও সকলের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করাই সচ্চরিত্রতা বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। যে পুরুষকার দ্বারা জনসমাজে লজ্জাপ্রাপ্ত হইতে হয়, সেরূপ পুরুষকার কদাচ প্রকাশ করিবে না। যে কার্য্য দ্বারা জনসমাজে শ্লাঘনীয় হওয়া যায়, ঐরূপ কার্য্যেরই অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। যদি কোন ব্যক্তি অসচ্চরিত্রতা দ্বারা কোন ক্রমে সমৃদ্ধি লাভ করেন, তাহা তাঁহার চিরকাল ভোগ হয় না। অত্যন্ত আপদ্‌গ্রস্ত হইলেও, প্রজাবর্গকে নিপীড়িত করিয়া অর্থ সংগ্রহ করা রাজার কর্ত্তব্য নহে। যে নরপতি ঐরূপ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন, তাঁহাকে অগাধ পাপপঙ্কে লিপ্ত হইতে হয়। গ্রামবাসী অসংখ্য লোক ঈর্ষা-পরবশ হইয়া, রাজার নিকট অপরের দোষ কীর্ত্তন করে; অতএব নরপতি তাহাদিগের বাক্যে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া, কাহাকেও সৎকৃত বা নিপীড়িত করিবেন না। লোকের পরীবাদ কীর্ত্তন বা শ্রবণ করা কদাপি বিধেয় নহে। যে সভায় পরনিন্দা কীর্ত্তিত হয়,

তথায় হস্তদ্বারা কর্ণ আচ্ছাদন কিংবা তথা হইতে প্রস্থান করাই উচিত। নিষাদগণ যেরূপ অরণ্যমধ্যে শরাহত মৃগের রুধিরাক্ত পদচিহ্ন লক্ষ্য করিয়া তাহার অন্বেষণ করে, সেইরূপে ধর্ম্মের মর্ম্ম অন্বেষণ করাই বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য।

হে ধর্ম্মরাজ! দৈবের উপর নির্ভর করা কদাপি বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য নহে; আপনার সাধ্যানুরূপ পুরুষকার অবলম্বন করা সকলেরই উচিত। লক্ষ্মী সত্যবাদী, কার্য্যদক্ষ, কৃতজ্ঞ ও জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি-গণকেই আশ্রয় করিয়া থাকেন।”

তৎপরে মহামতি ভীষ্ম অহিংসা-ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া, কিঞ্চিৎ উপদেশ দিতে ইচ্ছা করিয়া বলিতে লাগিলেন,—“হে রাজন্, সমস্ত ধর্ম্মকার্য্য শ্রেয়ঃ-সাধনোপায় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; ইহাদের মধ্যে অহিংসাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট পরমার্থসাধন বলিয়া পরি-গণিত হয়। যে ব্যক্তি কাম, ক্রোধ ও লোভকে দোষের আকর জ্ঞান করিয়া, ঐ সকল পরিত্যাগ-পূর্ব্বক অহিংসা-ধর্ম্ম প্রতিপালন করে, তাহার নিশ্চয়ই সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে। যিনি সকল

প্রাণীকেই আপনার ন্যায় জ্ঞান করিয়া, তাহাদের প্রতি তুল্য-দৃষ্টি-সম্পন্ন হন, তিনি মহাপুরুষ নামে পরিগণিত হন। অতএব তুমি মদুপদিষ্ট পদবী অবলম্বন করিলে, পরমসুখে কালযাপন ও রাজ্য-পালন করিতে সমর্থ হইবে।" ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে এই সকল উপদেশ প্রদান করিয়া, ভীষ্মদেব নীরব হইলেন।

